

পাটুলি থানার
কাছেই বল
ভেবে খেলতে
গিয়ে ফাটল
বোমা, জখম ও
কিশোর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ পাটুলি থানার কাছেই বিস্ফোরণ। বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে জখম কিশোর। বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিল সে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই কিশোরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ বিস্ফোরণের তীব্র শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। মাঠ লাগোয়া আবাসনের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা দেখেন, এক কিশোর জখম অবস্থায় মাঠে পড়ে রয়েছে। ফোঁয়ায় ঢেকেছে গোটা মাঠ। তড়িঘড়ি তারা পুলিশে খবর দেন। জখম অবস্থায় তাঁরাই ওই কিশোরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কয়েকজন কিশোর মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। তাদের মধ্যে এক কিশোর বল খুঁজতে মাঠের এক কোণায় যায়। সেখানেই একটি বলের



মতো কিছু দেখতে পায় সে। সেটি তুলে নিয়ে মাটিতে ফেলতেই বিস্ফোরণ ঘটে। ক্লান্ত নাইনে পড়ে ওই কিশোর। তার বন্ধু জানিয়েছে, এদিন সকালে মাঠে ক্রিকেট খেলেছিল তারা। তাদের বল হারিয়ে গিয়েছিল। দুজনের মিলে বল খুঁজতে থাকে। মাঠের এক জায়গায় একটি সাদা কাগজে মোড়ানো গোলাকৃতির কিছু খুঁজে পেয়েছিল তার বন্ধু। সেটি হাতে তুলে মাটিতে ফেলতেই বিস্ফোরণ ঘটে। সে বলে, বিস্ফোরণ ঘটতেই আমি ভয়ে পালিয়ে গেছিলাম। ওর প্যান্ট ফেটে গেছে। নাক থেকেও রক্ত বেরাচ্ছিল। পরে সকলে ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পাল্লি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে বোমার পোড়া অংশ উদ্ধার করা হয়। গোটা মাঠ পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। মাঠের চারিদিকে বসতি থাকায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাঁরা ভেবেই পাচ্ছেন না, যে কীভাবে সুতোলি পাকানো ওই হাতবোমা মাঠে এলা। এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠাচ্ছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন, ডিসি এসএসডি বিনিশ্য কলিতা দাশগুপ্ত। তিনি ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন। পরে এলাকায় যান ১১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বরাজ মণ্ডল। স্বরাজবাবু জানিয়েছেন, হাসপাতালে গিয়ে তিনি কিশোরের সঙ্গে দেখা করছেন। তাঁর সঙ্গে ওই কিশোরের কথাও হয়েছে। তাঁকে বাধ্যতীন্দ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিশোরকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে এখন বাবা-মায়ের কাছেই আছে।

শীত দূর অস্ত, ৭৪ বছর পর উষ্ণতম অক্টোবর পেল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বরঃ অক্টোবরের শেষ আর নভেম্বরের শুরু মানেই ভোরবোলা শিরশিরানি ভাব। ধীরে ধীরে আলমারি থেকে লেপ-কন্সল বের করার প্রস্তুতি। দেশ জুড়ে এটাই ‘হাওয়া বদলের সময়’। শীতপ্রেমীরা অধীর অপ্রায়ে অপেক্ষায়, চিক করে পড়বে জাকিয়ে ঠান্ডা। কিন্তু শীত তো দূর অস্ত, বরং চলতি বছর উষ্ণতম অক্টোবরের তকমা জুটিয়ে বসেছে দিল্লি। দিল্লির সফররঞ্জ আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, ১৯৫১ সালের পর এই প্রথম অক্টোবর মাসে এত গরম পড়ল দিল্লিতে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৩৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা সমস্ত রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। গত শতকের তাপমাত্রার তথ্য যাচাই করে দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ সালে অক্টোবরের দিল্লিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়াও ১৯৪১ সালে দিল্লিতে অক্টোবরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯০৭ সালে দিল্লি ছিল ৩৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৩০ এবং ১৯৩৮ সালে অক্টোবর মাসে দিল্লির তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

হারিয়ে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২০ জন পরীক্ষার্থীর খাতা, কঠোর পদক্ষেপের পথে কর্তৃপক্ষ



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ রাজ্যের শিক্ষা দফতর তথ্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। মুখ পুড়েছে সরকারের। আর এবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। হারিয়ে গিয়েছে পরীক্ষার্থীদের খাতা। একসঙ্গে ১২০ জন পরীক্ষার্থীর খাতা উধাও হয়ে গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। তিনজন পরীক্ষকের কাছে ছিল সেই খাতা। কীভাবে তাঁদের কাছ থেকে শতাধিক উত্তরপত্র হারিয়ে গেল, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এবার কীভাবে ওই পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে, তা নিয়ে আতঙ্কের পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলার বহু ছাত্র ছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতে পড়াশোনা করেন বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। সেখানে এমন ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন। এর আগে নম্বর হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠলেও একবারের খাতা হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগ আগে ওঠেনি। যদিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য শান্তা দত্ত দাবি করেছেন, আগে এমন ঘটনা ঘটে থাকলেও, তা প্রকাশ্যে আসেনি। স্নাতকোত্তর (এমএ) র প্রথম বর্ষের ১২০ জন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র উধাও হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ৩ জন পরীক্ষকের কাছে ছিল খাতাগুলি। তার মধ্যে একজন কোঅর্ডিনেটরের কাছে খাতা জমা দিয়েছিলেন। সেখান থেকে খাতা হারিয়ে গিয়েছে। আর বাকি দুজনের কাছ থেকেও হারিয়ে গিয়েছে খাতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ যে কলেজে ঘটনাটি ঘটেছে, সেই কলেজ কর্তৃপক্ষকেই মূল্যায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জানা যাচ্ছে, প্রাথমিকভাবে দুটি প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে কর্তৃপক্ষের तरफে। এক, অন্য বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে অথবা ফের পরীক্ষা নেওয়া হবে। তিন পরীক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথা ভাবছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁদের সার্ভিস বৃকে এই কথা উল্লেখ করা হবে বলে সূত্রের খবর। অস্থায়ী উপাচার্য শান্তা দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, “আগে যে এমন ঘটনা ঘটেনি, তা বলা যায়না। আগে হয়ত খবর বাইরে বেরোয়নি। কারণ অনেকেই শাসক দলকে সমর্থন করেন অথবা ভয়ে চুপ করে থাকেন।” এই ক্ষেত্রে তিন পরীক্ষককে ‘কঠিনতম সাজা’ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কালীপূজোর রাত থেকে শুক্র সকাল পর্যন্ত কলকাতা পুলিশের হাতে মোট গ্রেপ্তার ১৪৪২ জন!



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ গতকাল, বৃহস্পতিবার কালীপূজোর রাত থেকে আজ, শুক্রবার সকাল ৭টা পর্যন্ত মোট ১৪৪২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। পাশপাশি, প্রায় ৭১৭ কেজি নিষিদ্ধ বাজি এবং প্রায় ৭১ লিটার বেআইনি মদও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ১৪৪২ জনের মধ্যে নিষিদ্ধ বাজি ফাঁটায়ের অভিযোগে ২৬৫, অভব্য আচরণের অভিযোগে ৩২৮, ভ্রূয়া খেলার অপরাধে ৮, হেলমেট ছাড়া বেপরোয়া গতিতে বাইক চালানোর অভিযোগে ১৯৩, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর অপরাধে ২৬৬, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর অভিযোগে ৯৩, মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর অভিযোগে ৯০ এবং অনান্য আইন ভঙ্গের কারণে ১৬৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এছাড়াও গতকাল রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত ৭১৭.৮০ কেজি নিষিদ্ধ বাজি এবং ৭৯.৪ লিটার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে

পুলিস। কালীপূজোর আগে প্রতিবারই শহরে সজাগ দৃষ্টি থাকে পুলিশের। এ বারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে পুলিশ টহলের মধ্যেও বাধ সেয়েছে বহুতলগুলি। কারণ, এইসব বহুতলগুলি থেকেই বাজি বেশি ফাঁটায় পালাল পেতে মুশকিল হয়েছে পুলিশের। কলকাতার পাশপাশি পিছিয়ে ছিল না শহরতলিও। সন্টলেকের পরিবেশ ভবনে দৃশ্য নিয়ন্ত্রণ পর্যদ বৃদ্ধার থেকেই কন্ট্রোল রুম খুলেছিল। বৃদ্ধারই সেখানে ন’টি অভিযোগ এসেছিল। তার মধ্যে রয়েছে কোন্নগর, নন্দকুমার, ভগবানপুর, পাটুলি, বালিগঞ্জ, লেকটাউন, আরামবাগ, বেলেঘাটা ও দক্ষিণ বিধাননগর। শব্দবাজি ছাড়াও কিছু অভিযোগ অবশ্য সাউন্ড ব্লক ও ডিজে বজা বাজানোরও ছিল। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ কালী পূজোর রাত সাড়ে এগারোটো পর্যন্ত গোটা বাংলা থেকে ২৯টি অভিযোগ এসেছে বলে খবর। কলকাতার মূলত বরানগর, কসবা, লেকটাউন থেকে বেশি অভিযোগ এসেছে। পর্যদ দূরে জানা গিয়েছে, বেশি রাতের সিকে শব্দমুদ্রণের মাত্রা বাগবাজার (৮৮.৯ ডেসিবেল), টালিগঞ্জ (৮০.৪ ডেসিবেল) এবং কসবাতে (৮৭.৭ ডেসিবেল) স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই বেশি ছিল।

‘একদম চিন্তা করবেন না, সবাই আছি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মাঝেমধ্যেই তিনি সনাতন ধর্মকে রক্ষার কথা বলেন। তবে এবার বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে থাকার জন্য মাঝেমধ্যেই বার্তা দিচ্ছেন তিনি। কার্যত এপারের বসে ওপারের হিন্দুদের পাশে থাকার জন্য বার্তা শুভেন্দুর। শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যাভেলে লিখেছেন, ‘দীপাবলী আর কালীপূজোর পূণ্য সময়ে আমি বাংলাদেশের হিন্দু ভাইবোনদের বলছি, এই সংকটের সময় আপনারা একলা নন। আমাদের ভাবনা আপনারদের সঙ্গে রয়েছে, গোটা বিশ্বের সনাতনী সম্প্রদায় আপনারদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছে। আপনারদের সকলকে শুভ দীপাবলী।’ না কালীর কাছেও প্রার্থনা করছেন তিনি। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে তিনি বলছেন, ‘পৃথিবীর সমস্ত হিন্দুদের দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানাই। হ্যাপি দেওয়ালি!বাংলাদেশের হিন্দুদের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর হিন্দুরা রয়েছে। একদম চিন্তা করবেন না। আমরা সবাই আছি।’ এপারের দাঁড়িয়ে ওপারের হিন্দুদের আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু। কারণটা কী? রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, গত কয়েক বছর ধরেই হিন্দুদের রক্ষাকর্তা, সনাতনীদের রক্ষাকর্তা এই ইমেজটা তৈরি করার চেষ্টা করছেন শুভেন্দু। তাঁর মূল উদ্দেশ্য হয় মেরকরণ। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দুরা তো পশ্চিমবঙ্গে এসে ছেড়ে দেবেন না। সে ক্ষেত্রে লাভ কী হবে? আসলে বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ ছিন্নমূল হয়ে এপার বাংলায় এসেছেন। তাঁরা বাংলা



ভোটার। সে ক্ষেত্রে শুভেন্দু যদি বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে থাকেন তবে আশ্বের তিনি এপার বাংলারও বহু হিন্দুর মন জয় করে ফেলবেন। সেই নিরিখেই এবার বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে থাকার জন্য একের পর এক বার্তা দিচ্ছেন শুভেন্দু। এর আগে বাংলাদেশের হিন্দুদের জমায়েত নিয়ে খুশি প্রকাশ করেছিলেন শুভেন্দু। শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যাভেলে লিখেছিলেন, ‘বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সনাতনীদের দায়ের রাখার সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক লাল দিঘি চত্বরে হিন্দুরা জড়ো হয়েছিলেন। আমি সীমান্তের ওপারের সনাতনী ভাই-বোনদের কাছে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনারদের সংকটের দিনে আমি আপনারদের পাশে থাকব। বাস্তবিক আশানার এটা ধরে রাখুন। একাবন্ধ থাকুন, শক্তিশালী থাকুন।’ লিখেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই ভিডিয়োতে সম্ভবত ড্রোন থেকে তোলা একটি ভিডিয়ো দেখানো হয়েছিল। সেখানে দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছেন। সেরুয়া পরিহিত সাধুর দলও সেখানে রয়েছেন। ঢাকার লাল দিঘি চত্বর একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছেন। সেই ভিডিয়ো দেখিয়ে কার্যত উল্লাস প্রকাশ করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। সেই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সনাতনীদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন।

৮৪ দিন পার! আর কবে?

প্রশ্ন জুনিয়র চিকিৎসকদের, অসন্তোষ সিবিআই তদন্ত নিয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ ৯ আগস্ট থেকে ১ নভেম্বর। দেখতে দেখতে ৮৪ দিন পার! আরজি করে সেই চার্জশিট নিয়ে মোটেই খুশি নন জুনিয়র ডাক্তাররা। শুক্রবার ওই প্রসঙ্গ টেনে বোশিসরা বলেন, “এটাই যদি সিবিআই-এর প্রাথমিক



অসন্তোষ প্রকাশ করলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের तरফে দেবাশি হালদার সাংবাদিক বৈঠক থেকে বলেন, “তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমরা হতাশ। খেতে দেখতে এতগুলো দিন পেরিয়ে গেল। তদন্তের কোনও অগ্রগতি তো দেখা যাচ্ছে না।” নির্যাতিতার দ্রুত বিচারের দাবিতে গত বৃহবার সিবিআইয়ের কলকাতার অফিসে অভিযান করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সিজেও কমপ্লেক্সের সামনে থেকে সিবিআই-এর উদ্দেশে

একাধিক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, নিম্ন আদালতে সিবিআই ইতিমধ্যে একটি চার্জশিট দিয়েছে। সেই চার্জশিট নিয়ে মোটেই খুশি নন জুনিয়র ডাক্তাররা। শুক্রবার ওই প্রসঙ্গ টেনে বোশিসরা বলেন, “এটাই যদি সিবিআই-এর প্রাথমিক

চার্জশিট হয় তাহলে তা অত্যন্ত দুর্বল। এছাড়া এই চার্জশিটে অনেক ধোঁয়াশা রয়েছে, থেকে গেছে একাধিক প্রশ্নও।” নির্যাতিতার অটোপসির নমুনা নেওয়ার পর তা অনেক দিন বাদে কেন্দ্রীয় ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়। কেন এত দেরি? সঞ্জয় রায়কে ৯ আগস্ট রাতে গ্রেফতার করা হলেও তার রক্ত মাখা জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ১২ আগস্ট। এখানেও কেন দেরি করা হল, সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ঘটনার দিন নির্যাতিতার বাবা-মাকে হাসপাতালে ৬ ঘণ্টা বসিয়ে রাখার

অভিযোগ রয়েছে। জুনিয়র ডাক্তারদের কথায়, চার্জশিটে বাবা-মা কখন হাসপাতালে পৌঁছেছিলেন তার উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী ৩ ঘণ্টা কী হয়েছিল, কেন বসিয়ে রাখা হয়েছিল তার কোনও উত্তর মেলেনি। একই সঙ্গে, টালা থানায় কখন ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়েছিল, কলেজ কর্তৃপক্ষ কেন কোনও এক্সাইজার করেনি, তারও কোনও ব্যাখ্যা চার্জশিটে নেই বলেই দাবি করেছেন তাঁরা। প্রশ্ন এখানেই শেষ নয়। নির্যাতিতার নম্বর নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে কিনা, তাতে সঞ্জয় রায়ের টিস্যু ছিল কিনা, অন্যদিকে নির্যাতিতার শরীরে যে তরল পদার্থ মিলেছিল তার পরীক্ষা হয়েছিল কিনা, হলে তাতে সঞ্জয় রায়ের ডিএনএ মিলেছে কিনা, এসবেরও ব্যাখ্যা সিবিআই চার্জশিটে নেই বলে দাবি। তারও উত্তর চেয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। আরজি করে নির্যাতিতা যাতে সঠিক বিচার পান সেই দাবিতে ‘অভ্যামঞ্চ’ তৈরি করে কয়েক পাশে নেমেছিলেন ডাক্তার। পাশাপাশি আগামী ৪ নভেম্বর ‘দ্রোহের আলো ছালাও’ কর্মসূচির ডাকও দিয়েছেন তাঁরা। ডাক্তাররা জানিয়েছেন, তাঁরা কোনওভাবেই আদালতন থেকে পিছিয়ে আসবে না। উল্টে দ্রুত মামলার সুবাহা না হলে বৃহত্তর আদালতের ডাক দেওয়া হবে।

১.৭৫ কোটি নির্যাতিতার বাবা-মা’কে দেওয়া হোক, অনিকেতদের চাপে ফেলতে শ্রীশদের নতুন কৌশল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ নির্যাতিতার বিচারের নামে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট ৪.৭৫ কোটি টাকা তুলে নেওয়া চাচ্ছে। এছাড়াও জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের तरফে দেবাশি হালদার সাংবাদিক বৈঠক থেকে বলেন, “তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমরা হতাশ। খেতে দেখতে এতগুলো দিন পেরিয়ে গেল। তদন্তের কোনও অগ্রগতি তো দেখা যাচ্ছে না।” নির্যাতিতার দ্রুত বিচারের দাবিতে গত বৃহবার সিবিআইয়ের কলকাতার অফিসে অভিযান করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সিজেও কমপ্লেক্সের সামনে থেকে সিবিআই-এর উদ্দেশে

নির্যাতিতার বিচারের নামে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট ৪.৭৫ কোটি টাকা তুলে নেওয়া চাচ্ছে। এছাড়াও জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের तरফে দেবাশি হালদার সাংবাদিক বৈঠক থেকে বলেন, “তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমরা হতাশ। খেতে দেখতে এতগুলো দিন পেরিয়ে গেল। তদন্তের কোনও অগ্রগতি তো দেখা যাচ্ছে না।” নির্যাতিতার দ্রুত বিচারের দাবিতে গত বৃহবার সিবিআইয়ের কলকাতার অফিসে অভিযান করেছিলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সিজেও কমপ্লেক্সের সামনে থেকে সিবিআই-এর উদ্দেশে

রাজ্যের পাঁচটি হাসপাতালে শুরু সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম, আপাতত চলবে ট্রায়াল পর্ব



সিস্টেমের পাইলট প্রজেক্ট শুরু হয়। ওইদিন সোনারপুর প্রাথমিক হাসপাতাল থেকে এক রোগীকে এই সিস্টেমের মাধ্যমে এমআর বায়ুর হাসপাতালে ভর্তি করােনা হয়। এবার একই পরিষেবা চালু হল কলকাতার চারটি সরকারি হাসপাতালে। আরজি কর, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, এনআরএস ও ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও এবার থেকে এই সিস্টেমের মাধ্যমে রেফার করা রোগীকে ভর্তি নেওয়া হবে। একই সঙ্গে কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজেও এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ অঞ্জন অধিকারী জানিয়েছেন, বিষয়টি পুরোপুরি অনলাইনে করা হচ্ছে। বিভাগটি প্রযুক্তিগত দিকটি পর্যবেক্ষণ করছেন আইটি অর্থাৎ ইন্ফরমেশন টেকনোলজির বিশেষজ্ঞ। সঙ্গে এমার্জেন্সি বিভাগের সিনিয়র ডাক্তারবাবুরাও রয়েছেন। তাঁরাই সমস্ত বিভাগের তথ্য সরবরাহ করবেন। অঞ্জনবাবুর দাবি, এখন আপাতত ট্রায়াল পর্ব চলছে। সিস্টেমটি আরও উন্নত করার চেষ্টা চলছে। সেখানে কী কী আপডেট করার প্রয়োজন রয়েছে পরবর্তীতে তাও বোঝা যাবে। সেইহাতেই স্বাস্থ্য দফতরকে জানানো হবে। এতে রোগী ও রোগী পরিবারের অনেকটাই সমস্যার সমাধান হবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেমে সাফল্য আসলে, পরবর্তী ধাপে বেড ভ্যাকেনি মনিটর রিয়েল টাইম আপডেটের তথ্যও পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হবে হাসপাতালে। সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেমের মাধ্যমে প্রাথমিক হাসপাতাল থেকে কোনও রোগীকে শহরের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে স্থানান্তরিত করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে। এটি একটি পোঁতা। যার মাধ্যমে হাসপাতালগুলির খালি বেডের সংখ্যা জানা যাবে। সেই তথ্য মতো রোগী রেফার করবেন কোনও হাসপাতালের ডাক্তারবাবু। তাতে রোগী ও তাঁর আত্মীয়দের বেড খোঁজার জন্য হবেনা হয়ে ঘুরতে হবে না।

পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় ধাক্কা ইডি- সিবিআই-এর! মৃত্যু অন্যতম প্রধান সাক্ষীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অন্যতম প্রধান সাক্ষীর মৃত্যু। মৃত্যু হয়েছে অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের ঘনিষ্ঠ প্রমোটার শমীর চৌধুরীর। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সন্টলেকের বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছে অয়নের। শমীক অয়ন শীলের ব্যবসার অংশীদারও ছিলেন। ইডি ও সিবিআই-এর কাছে শমীক ছিলেন অন্যতম প্রধান সাক্ষী। সিবিআই-এর চার্জশিটেও নাম ছিল শমীকের। চার্জশিটের ২১ নম্বর পাতায় শমীক চৌধুরীর উল্লেখ করা হয়েছে। সিবিআই-এর দাবি, পুর



নিয়োগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের দুই এজেন্টের মাধ্যমে বেশ কয়েক জন চাকরি পেয়েছিলেন। অয়নের বন্ধু এবং এজেন্ট ছিলেন শমীক। ১০-১২ জনকে বিভিন্ন পুরসভায় চাকরি দিয়েছেন। শমীক ‘মিডলম্যান’ হিসেবেও কাজ করতেন বলে জানা গেছে। গত বছরের ২০ মার্চ ইডির হাতে গ্রেফতার হন নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত প্রাক্তন তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ প্রমোটার অয়ন। প্রসঙ্গত, অয়নের গ্রেফতারের পর থেকেই ‘গারেব’ হয়ে। বামা শমীক চৌধুরী গারবে বাগ্না। ‘এবিএস ইন্সল্যান্ডের’ নামে অয়নের একটি সংস্থার ডিরেক্টর পদে নাম ছিল শমীকের। ইডি-র দাবি, চাকরির নামে টাকা তোলায় যে অভিযোগ উঠেছে অয়নের বিরুদ্ধে, এই কারণেরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন শমীক।

রাজ্যপাল পদে দু’বছর, নভেম্বর জুড়ে ‘আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল’ কর্মসূচি পালন করবেন বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ আমজনতার মানা সমস্যা দূর করতে এবার তাদের দ্বারের পৌঁছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মিলেন বাংলার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। যার সঙ্গে অনেকেই রাজ্য সরকারের ‘দুর্যের সরকার’ কর্মসূচির আংশিক মিল খুঁজে পাচ্ছেন। যদিও রাজ্যপালের এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে- ‘আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল।’ আগামী ২৬ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পদে দু’বছর পূর্ণ করবেন সি ভি আনন্দ বোস। সেই উপলক্ষে আজ (১ নভেম্বর, ২০২৪) থেকে আগামী একসাপ্তাব্দী রাজ্যবাসনের পক্ষ থেকে ‘আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল’ কর্মসূচি পালন করা হবে। ৩১ অক্টোবর (২০২৪), অর্থাৎ

দীপাবলির রাতের এই মর্মে রাজ্যবাসনের तरফ থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। তাতে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। সেই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের আমজনতাকে ‘দুর্যের সরকার’ কর্মসূচির অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেগুলি মোকাবিলা করে বঙ্গবাসী, বিশেষ করে যুবসমাজ যাতে সহজে জীবন ধারণ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পূরণের লক্ষ্যে ‘আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল’ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ওই বিবৃতি অনুসারে, এই কর্মসূচি চলাকালীন রাজ্যপাল বোস যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন, সেগুলি হল- মানববাচার রোধ, মাদকের ব্যবহার বন্ধ করা,



সাপ্রহে যোগদান করে এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক উদ্যোগের উপর সামগ্রিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেদিকেও খোয়াল রাখবেন রাজ্যপাল। তার আশা, এই উদ্যোগের ফলে রাজ্যের সর্বজনীন

বিকাশ সম্ভব হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল- ১) রাজ্য সফরে রাজ্যপাল-‘আপনা ভারত, জাগতা বেঙ্গল’ কর্মসূচির পরিদর্শন করবেন রাজ্যপাল বোস। ২) দুর্যের রাজ্যপাল-এক্ষেপে মূলত রাজ্যের পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন বোস। সেইসব এলাকার হতদরিদ্র মানুষের দ্বারের পৌঁছে যাবেন তিনি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। ৩) ক্যাম্পাসে রাজ্যপাল-পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুল ক্যাম্পাসগুলি পরিদর্শন করবেন রাজ্যপাল বোস।

কথা বলেন সেখানকার পড়ুাদের সঙ্গে। তাদের কথাও শুনাবেন তিনি। ৪) জন কি বাত-রাজ্যের যেকোনও ‘জন’, অর্থাৎ জনতা বা বাসিন্দা ভারত, জাগতা বেঙ্গল’ কর্মসূচির আওতায় সি ভি আনন্দ বোস-৫) রাজ্যপালের গোয়েন্দা গ্রুপ, ৬) রাজ্যপালের স্বল্পারশিপ প্রকল্প এবং ৭) রাজ্যপালের আওয়ার্ড সিস্টেম চালু করতে চলেছেন। ৮) এরই সঙ্গে ‘অভয়া প্রাণ’ নামে কেলমাত্র মেয়েদের জন্য একটি কোর্স চালু করা হয়েছে। সেই কোর্সের অধীনে মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠ পড়ানো হবে।

শুক্রবার একাধিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির



নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুরুমু শুক্রবার হরিয়ানা, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং লাক্ষাদ্বীপের জনগণকে তাঁদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।রাষ্ট্রপতি বলেন, আমি হরিয়ানা, পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং লাক্ষাদ্বীপের বাসিন্দাদের তাঁদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি কামনা করি যে এই সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাসিন্দারা দেশের উন্নয়নে অবদান রাখুন। তাঁদের জীবন শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ থাকুক। আমি তাঁদের এবং সমস্ত দেশবাসীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি।

জম্মুর বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্র রানার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি বিধায়ক দেবেন্দ্র সিং রানার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৫৯ বছর বয়সী দেবেন্দ্র সিং রানা সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন।দেবেন্দ্র রানার সাথে তাঁর পুরানো ছবি শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শ্রী দেবেন্দ্র সিং রানাজির অকাল প্রয়াণ অত্যন্ত গুঃখজনক। তিনি একজন অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন, যিনি জম্মু ও কাশ্মীরের অগ্রগতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছিলেন। তিনি সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপিকে শক্তিশালী করতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। শোকের এই মুহুর্তে তাঁর পরিবার পরিজনদের জানাই আমার সমবেদনা।

গোয়ায় একতা দৌড়ের আয়োজন, কর্মসূচিতে অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্ত

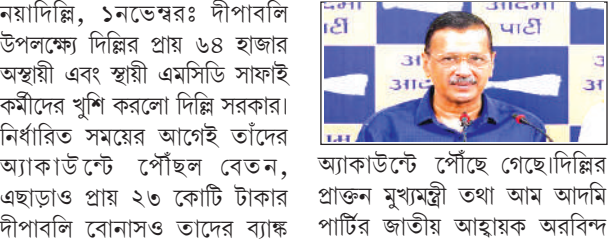
সাঁখালি, ১ নভেম্বর : রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গত বুধবার গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত একতা দৌড় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একতার দৌড়ে ছোট্টো ছোট্টো পাওয়াও বুধবার গোয়ার সাঁখালিতে একতা দৌড় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত বলেছেন, রান কবর ইউনিটি কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে...আমরা প্রতিটি রুকে এই কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আমি সাঁখালিতে শিশুদের নিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলাম এবং মানুষের প্রতিক্রিয়া খুবই ভালো। একতা দৌড় দেশের একের জন্য।

দিল্লিতে যমুনার জল দৃষিতই, ছটপুজোর আগে চিত্তাঞ্জনক পরিস্থিতি



নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : বায়ুদূষণের মধ্যেই যমুনা নদীর জল দিন দিন খারাপ হচ্ছে। দিল্লিতে যমুনার জলে গতবুধবারও দূষণের দৃশ্য ধরা পড়ল। বিগত এককদিনের মতো এদিন সকালেও দেখা যায়, যমুনার জল সাদা ফেনায় ঢেকে গিয়েছে। যমুনার জল থেকে এই বিষাক্ত ফেনা সরানোর কাজ চলছে, তবুও যেন পরিষ্কার হচ্ছে না। জলাবুধবার সকালেও রাজধানী দিল্লি ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে যায়। বাতাসের গুণগতমানও নীচের দিকেই ছিল। দূষণে কষ্ট পাচ্ছেন দিল্লিবাসী। এই দূষণের মধ্যেই যমুনা নদীর জলে দেখা গেল বিষাক্ত বস্তু, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের নির্বাহী বাস্তকার অশোক বিজয় দাস, ক রিমগঞ্জ কলেজের সহকারি

সময়ের আগেই অ্যাকাউন্টে পৌঁছল বেতন, এমসিডি সাফাই কর্মীদের খুশি করল দিল্লি সরকার



নয়াদিল্লি, ১নভেম্বর : দীপাবলি উপলক্ষ্যে দিল্লির প্রায় ৬৪ হাজার অস্থায়ী এবং স্থায়ী এমসিডি সাফাই কর্মীদের খুশি করলো দিল্লি সরকার। নির্ধারিত সময়ের আগেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছল বেতন, এছাড়াও প্রায় ২৩ কোটি টাকার দীপাবলি বোনাসও তাদের ব্যাঙ্ক

দিল্লির ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে নতুন দফতরের উদ্বোধন ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার



নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর :দিল্লির নওরোজি নগরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার নতুন দফতরের উদ্বোধন হলো। ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব ও ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান এস কৃষ্ণান, এবং ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ভুবনেশ

ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীর এই নির্দেশের বাইরে রয়েছেন। নির্বাচন সদন থেকে প্রধান সচিব অজয় কুমার স্বাক্ষরিত ১৭ পাতার নির্দেশনামাটি ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের এতদ্বারা এবং তা রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ যেন বিলম্ব না ঘটে।নির্বাচন কমিশনের তরফেও আগাম জানানো হয়েছে, চলতি

কেজরিওয়াল বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন,দীপাবলির কথা মাথায় রেখে, নভেম্বরের বেতন প্রায় ৬৪ হাজার অস্থায়ী এবং স্থায়ী এমসিডি অ্যাকাউন্টশন কর্মীদের স্যাকাউন্টে পৌঁছেছে। ৭ নভেম্বর বেতন হওয়ার কথা থাকলেও, তা

সময়ের আগেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে। যাতে তারা নিজেদের সন্তান এবং পরিবারের সাথে একটি ভাল দীপাবলি উদযাপন করতে পারেন। প্রায় ২৩ কোটি টাকার দীপাবলি বোনাসও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেছে।

মাসের ২৫ অক্টোবরের আগে এই কাজ সম্পূর্ণ করতে নির্দেশ। উল্লেখ্য, জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৫ এর ২৫ জানুয়ারি। ওইদিন বিশেষ করে নতুন ভোটারদের ১৮-১৯ বছর বয়সীদের হাতে নথিভুক্তির পর সচিব ভোটার পরিচয় পত্র তুলে দেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ দিনটি স্মরণ করে। প্রসঙ্গত এই মুহুর্তে নতুন ও খসড়া ভোটার তালিকা তৈরির কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। মনে রাখা

আসন্ন উপনির্বাচনে আর জি করের ঘটনা প্রভাব ফেলবে না, আশাবাদী তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক

কলকাতা, ১নভেম্বর : আসন্ন ছয়টি বিধানসভা উপনির্বাচনে আর জি করের হাসপাতালের ঘটনার কোনো প্রভাব পড়বে না বলে দাবি করলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ



ভৌমিক। গত বুধবার কলকাতা পৌর সংস্থার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে আসেন তিনি। নৈহাটি এবং হাড়ওয়া

উপনির্বাচন নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে সত্রের খবর।সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, আর জি করের ঘটনা একটি সামাজিক আন্দোলন হলেও এর কারণে উপনির্বাচনে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। বাংলার মানুষ আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখেন, তাই সমস্ত উপনির্বাচন কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় নিশ্চিত।এদিন নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সংস্থা ইউডি, সিবিএলই এবং এনআইএ-র ব্যবহারের বিরুদ্ধে সরব হন সাংসদ ভৌমিক। তাঁর বক্তব্য, বাংলার বিজেপি নেতারা এই সংস্থাগুলির মর্বাদাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে হাস্যকর অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের হিন্দুরা আর ভিতু নন, দেশ ছেড়ে না পালিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে দুর্বৃত্তদের মোকাবিলা করছেনঃভিএইচপি



মানুষ সংবিধান বিশ্বাস করে না। তারা আদালত ঘেরাও করে বিচারক বদল করেছে, এখন তারা রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের চেষ্টা করছে। এরা কোনও কিছুতেই বিশ্বাস করে না। এ থেকে ভারতকে শিক্ষা নিতে হলেও প্রস্নের জবাবে বিশ্বহিন্দু পরিষদের অধিা ভারতীয় শীর্ষ পদাধিকারী বলেন, ‘ লোকাল ফর ভোকাল’-এর জন্য সমাজকে অঙ্গীকার করতে হবে। কেবল সরকারের ওপর নির্ভর করলে হবে না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রচুর প্রতিভা রয়েছে, প্রত্যেককে তাদের জিনিস কিনতে উৎসাহিত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি দীপাবলিতে চিনা পণ্য বিক্রি বন্ধ এবং ক্রয় করতে বারণ করে সবাইকে একত্রিত হবে স্থানীয়. পণ্য কেনার আহ্বান জানিয়েছেন। সবাইকে শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে সুরেন্দ্র জৈন বলেন, আমরা ভগবান শ্রীরামের কাছে প্রার্থনা করি, ভারত বিশ্বের সর্বোচ্চ শিখরে বসে

ক্রত বিকাশ করছে।প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরির নাম নিয়ে বলেন, আমরা চাই সংবিধানের পরিধির মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হোক।তিনি বলেন, আজ ভারত পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ, সামরিক ক্ষেত্রে তৃতীয় এবং মহাকাশে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব বিশ্বাস করছে, ভারত এক নম্বরে পরিণত হবে। বর্তমান সময়কে তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য স্বর্ণালী সময় বলে অভিহিত করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার রূপদী ভাষার তালিকায় অসমিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে অসমিয়া ভাষাকে সম্মানিত করেছে, এটা সমগ্র অসমিয়া সমাজের অধিকার।দেশকে বলার এবং শেখানোর অনেক কিছু আছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। তিনি বলেন, আগে অন্যান্য রাজ্যের গল্পকাররা এখানে আসতেন। সম্প্রতি অসমের এক মেয়ে দিল্লিতে গিয়ে গল্প পড়েছেন, এটা সবার জন্য গর্বের বিষয়।ভিএইচপি-র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন বলেন, নতুন ভাবনার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১৪৫টিরও বেশি উপজাতি আছে, তবুও এখানে একা, বৈচিত্র্য ও বিবিধতার মধ্যে একতা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইতিহাস মহাভারত ও রামায়ণ যুগের।সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী ড. দীপেন্দ্র তিওয়ারি, ভিএইচপি-র উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রান্ত সভাপতি রামেশ দত্ত প্রমুখ।

করিমগঞ্জে আন্তর্জাতিক গার্লস চাইল্ড দিবস পালন

করিমগঞ্জ (অসম) ১নভেম্বর :করিমগঞ্জের মহিলা ও শিশু কল্যাণ বিভাগের অধীনে সংকল্প কার্যসূচির ডিস্ট্রিক্ট হাব ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ ওম্যান মিশন শক্তির উদ্যোগে মঙ্গলবার বেটা বাঁচাও বেটি পড়াও এর অধীনে আন্তর্জাতিক গার্লস চাইল্ড ডে উদযাপন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় করিমগঞ্জের জেলা গ্রন্থাগার ভবনে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্রী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা, অঙ্গনওয়াড়ি সুপারভাইজার, সিডিপিওদের উপস্থিতিতে এদিন এই দিবস পালন করা হয়। এই দিবসের থিম-সি কেবই দা ওয়ার্ল্ড ট্রাইব বাট সিল্গ স্ট্রাগলস টু সি দ্যা লাইট নিয়ে অনুষ্ঠিত এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক আদিদুল ইসলাম, বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক নিলামজোতি দাস, জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব নিকুঞ্জ বরো, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের নির্বাহী বাস্তকার অশোক বিজয় দাস, ক রিমগঞ্জ কলেজের সহকারি

অধ্যাপক দুইজন ড. পার্থ সারথি দাস ও ড. বিপ্লব ভট্টাচার্যী, চাইল্ড লাইন কোর্ডিনেটর ইয়াসমিন সুলতানা, ডিএইচইডব্লুএর ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর রূপকথা চক্রবর্তী প্রমুখ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এবং একজন ছোট মেয়ের নৃত্য পরিবেশের মধ্য দিয়ে এই দিবস পালনের সূচনা করা হয়।এতে অংশগ্রহণ করে ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সদস্য সচিব নিকুঞ্জ বড়া ২৪ ঘণ্টা কার্যকরী চাইল্ড লাইন নম্বর ১০৯৮, ওম্যান হেল্পলাইন নম্বর ১৮১ নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি ডিস্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং অন্যান্য নাগরিকদের আইনি সহায়তা ও অন্য সহায়তা প্রদান করতে চালু থাকা ডি এল এস এ হেল্পলাইন নম্বর ১৫০০ এর বিষয়ে বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে এবং মানসিকতার পরিবর্তন করতে আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি সরকারি স্কিম গুলি সম্পর্কে জানতে এবং এর সুযোগ গ্রহণ করতে তা

প্রয়োজন আওরাজ তুলতেও আহ্বান জানান। এতে ড. বিপ্লব ভট্টাচার্যী নারীর উন্নয়নে পড়াশুনার গুরুত্ব, সমাজের প্রতিটি স্তরে নৈতিক ভাবনার উন্নতি সাধন, মনোবল জোরদার করতে আহ্বান জানান। অপর বক্তা ড. পার্থসারথী দাস স্বধীনতার এত বছর পরও ছেলে মেয়ে লিঙ্গ বৈষম্য নিয়ে ভাবতে হয় যা বড় দুঃখের বলে বর্ণনা করেন। তিনি সমাজে জনগণকে মানসিকতার পরিবর্তন করতে আহ্বান জানান। তিনি রাষ্ট্র সংঘ থেকে ২০১১ সালের ১১ অক্টোবর প্রতি বছর আন্তর্জাতিক গার্লস চাইল্ড ডে উদযাপন করা হচ্ছে এবং বর্তমানে প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের সাথে সমভাবে এগিয়ে রয়েছে। তাই তিনি পরিবারের মাতা পিতা সহ সমাজের প্রতিজন ব্যক্তিকে মেয়েদের প্রতি সমভাব বোধক করতে আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে দিবাগয়ে সমূহের পরিদর্শক নিলামজোতি দাস সহ অন্যান্য বক্তারা এদিন মেয়ে ও নারীদের সমাজের উন্নয়নে সম অংশীদারিত্ব রয়েছে বলে বর্ণনা করেন

তাই তাদের প্রতি কোন ধরনের বৈষম্য না রাখতে আহ্বান জানান। এদিকে এই দিবস পালনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনজন দিবাগে, যোগায় বিশেষ দক্ষতা যার বিকি তলাপায়, শিক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য মিতালী রাণী দেব এবং নৃত্যে বিশেষ দক্ষতার জন্য কাঞ্চনা রায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। পাশাপাশি, পড়াশুনা থেকে বাদ পড়া কিন্তু আবার শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরে এসে ডাল প্রদর্শন করার জন্য সারিকা দাস, ১৪ বছর বয়সী ত্রিপুরা দাসকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিকে এই দিবস উপলক্ষে ইতিবাণ্যে অনুষ্ঠিত খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় দৌড়ে প্রথম সাধনাবিকাশ, দ্বিতীয় রিমা বেগম এবং তৃতীয় স্নানাদিকারি আসমা বেগমকে পুরস্কৃত করা হয়। এাঃব্রহ্মই বোলিং প্রতিযোগিতায় প্রথম পয়েল রবিদাস, দ্বিতীয় পার্বতী দাস, তৃতীয় যুলমনি জাঁতি, চতুর্থ নাজুমা বেগম ও পঞ্চম স্নানাদিকারি সায়াজ বেগমকে পুরস্কৃত করা হয়। এদিকের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মিশন শক্তির প্রধানমন্ত্রী মাচুবন্দনা যোজনার ড্রিপিঙ্গ ঈশিতা দাস।

সন্ত্রাসবাদী আসতে থাকবে এবং আমরা মারতে থাকব, হুঁশিয়ারি ফারুকের



শ্রীনগর, ১ নভেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরে উপর্পুরি সন্ত্রাসী হামলার প্রেক্ষিতে এবার সন্ত্রাসবাদকেই তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, সন্ত্রাসবাদী আসতে থাকবে এবং আমরা মারতে থাকব।জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুরে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী হামলা প্রসঙ্গে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, একের পর এক এনকাউটার হচ্ছে, এতে নতুন কিছু নেই। সন্ত্রাসীরা আসতে থাকবে এবং আমরা তাদের হত্যা করতেই থাকব। সমস্ত দেশবাসীকে দীপাবলিরও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ফারুক। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকেই দীপাবলি উন্যাপন করা উচিত। এটা অনেক বড় উৎসব। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জন্য মা লক্ষ্মীর কাছে প্রার্থনা করছি।

কেদারনাথ ধামে মুখ্যমন্ত্রী ধামি, কথা বললেন পর্যটক, দোকানদার ও পুরোহিতদের সঙ্গে



দেবাদুন, ১ নভেম্বর : শুক্রবার কেদারনাথ ধামে পৌঁছে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্নন্ সিং ধামি ভগবান কেদারনাথকে দর্শন করেন ও পূজা করেন। তিনি দেশ ও রাজ্যবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি প্রার্থনা করেন।সারা দেশ থেকে আসা বিপুল সংখ্যক ভক্ত, স্থানীয় দোকানদার এবং পুরোহিতদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী ধামী এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত নেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বত্নী-কেদার মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান অজেন্দ্রও।মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, সুগম, নিরাপদ এবং সুসংগঠিত চারধাম যাত্রা আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ আগ্রাধিক্য। এ বছর বিপর্যয়ের পরেও প্রশাসনের উন্নাত ব্যবস্থার ফলে কেদারনাথ ধামে আসা ভক্তের সংখ্যা নতুন রেকর্ড গড়েছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিবেক দেব রায় প্রয়াত, গভীর শোক প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা ১ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ বিবেক দেব রায় প্রয়াত। এর পরিপ্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রীর তরফে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।শুক্রবার দুপুরে এজ্ঞ হ্যাভেলে (সাবেক টাইটার) এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোক বার্তায় জানিয়েছেন - বাংলার কৃতি সন্তান ও খ্যাতি সম্পন্ন পন্ডিত। এই মুহুর্তে তাঁকে বারবার মনে পড়ছে। এই অসময়ে মৃত্যু সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতেই শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের প্রতি শোক জ্ঞাপন করেছেন তিনি ।

বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের মানসী আহওয়ালাত ব্রোঞ্জ জিতেছেন

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : মহিলাদের ৫৯ কেজিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দিতা করেন ভারতের মানসী, যিনি কোচ মন্দীপের অধীনে স্যার ছোট্টি নাম আশাদায় প্রশিক্ষণ নেন, ব্রোঞ্জ পদকে লড়াইয়ে কানাডার লসেল টিউরগার্ডকে ৫-০ গোলে পরাজিত করেন। কিন্তু পুরুষদের ফ্রিস্টাইল এবং গ্রিকো-রোমান কুস্তিগীররা বালি হাতে ফিরছেন।পুরুষদের ফ্রিস্টাইলে, সন্দীপ মান (৯২ কেজি) রেপেচেজ রাউন্ডে উঠেছিল কিন্তু স্নোতাকিয়ার বাইরবকে সাকুর্লুভের কাছে কারিগরি শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হেরেছে।আর উল্চিত (৬১ কেজি), মনীশ গোম্বানী (৭০ কেজি) এবং পারবিন্দর সিং (৭৯ কেজি) পদকের রাউন্ডে উঠতে পারেননি।ভারতের প্রেকো রোমান কুস্তিগীররা সঞ্জীর (৫৫ কেজি), চেতন (৬৩ কেজি), অক্ষিত গুলিয়া (৭২ কেজি) এবং রোহিত দাহিয়া (৮২ কেজি) প্রতিযোগিতার স্তরুতে বিবর্গ হয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন ।

রেলের টিকিট বুকিং নতুন নিয়মেই ১২০ দিনের বদলে ৬০ দিন, সতর্কতা যাত্রীদের

কলকাতা, ১ নভেম্বর : ১২০ দিনের পরিবর্তে ৬০ দিন। রেলের টিকিট বুকিংয়ের মেয়াদ ছয় মাস। সময়সীমা কমছে। সুতরাং নতুন নিয়ম কার্যকর হতে লেগেছে আগামী নভেম্বর মাসের প্রথম দিন থেকেই। গত বুধবার পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন।তিনি বলেন, ২০১৫ সালে ৬০ দিন থেকে বুকিং এর সময়সীমা ১২০ দিন বাড়ানো হয়। ফের তা কমছে। এর অন্যতম কারণ হল, ৬০ দিনের বেশি সময় বুকিংয়ের ফলে ৫ রেল যাত্রী বুকিং বাতিল করেন না। ২১ অগ্রিম বুকিং বাতিল হয়ে থাকে। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট যাত্রী সাধারণের অনুপস্থিতি থেকেই যায়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এমনভরত নতুন সিদ্ধান্ত। তবে ৩১ অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত ১২০ দিনের বুকিং রয়েছে যে সকল রেল যাত্রীদের কথা। পরিবেশা প্রসারিত হচ্ছে, এর পর্যটকদের জন্য যে চালু নিয়ম অর্থাৎ ৬৬৫ দিনের বুকিংও বহাল থাকছে। অপরিবর্তিত থাকছে ওই দুই নিয়ম।



তিনি এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের আরো বলেন, নতুন নিয়মের সরবরক্স বুকিং পাবেন রেলযাত্রীরা। তাদের সতর্ক করে দিতে চেয়ে আগাম বার্তা দেওয়া হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য - প্রকৃত ভ্রমদের চাহিদাকে উৎসাহিত করা। পরিবেশা প্রসারিত হচ্ছে, এর সুবিধার্থে সকলেই টিকিট পাবে। অচিরেই দূর হবে অনিশ্চয়তার বাতাবরণ। অচিরেই দূর হবে।

বিশ্বের প্রথম সাঁতারু হিসেবে জয় করেছিলেন পানামা খাল, সেই বাঙালির জন্মদিন!

কলকাতা ১ নভেম্বর : সাঁলটা ১৯৬৬ সালের ৩১ অক্টোবর ছিল। ওই দিন সারা বিশ্বের নজর ছিল পানামা খালের দিকে। প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে যে খাল, সেই পানামা খাল অতিক্রম করতে চলছেন একজন অ-আমেরিকান ব্যক্তির। আর তিনি হচ্ছেন ভারতের বাঙালি সাঁতারু মিহির এশেনা। প্রায় দুদিন ধরে চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু তিনি কি সাতারু এই প্রশ্নটা সেদিন দিয়েছিলেন মানুষেরহ্যাঁ, সকলকে অবাক করে দিয়ে পেরেছিলেন এই বাঙালি সাঁতারু। ৩৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের একনিষ্ঠ চেষ্টায় মাইল দূর হয়েছিলেন পানামা খাল। আর এই প্রথম সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমেরিকার বাইরের কোনও ব্যক্তি, যিনি আবার বাঙালি তিনি পানামা খাল অতিক্রম করেছিলেন। আর ৩১ অক্টোবর দিনটা বাঙালির এই কৃতিত্বের জন্য গিনেস বুকে চিহ্নকরের জন্য লেখা হয়ে আছে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৫ কার্তিক ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজিঃ১ নভেম্বর ২০২৪, ৫৬৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫২৫, সৌরঃ১৬ কার্তিক, চান্দ্রঃ ৩০ দশমাব্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাধ্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ , বাংলাদেশঃ১৬ কার্তিক ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১০ কার্তিক ১৯৪৬, মৈত্রেঃ৩০ মেরা, আসামঃ১৫ কার্তি, মুসলিমঃ২৮-রবিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী দীপাঙ্খিতা এবং শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা, নরক চতুদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৪৩ঃ৩১ এবং অস্তঃবিকালঃ ০৪ঃ ৫৬ঃ০৮।চান্দ্র উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১১ঃ ৫৮(২) এবং অস্তঃবিকালঃ ০৫ঃ১৯ঃ ৫৮(১)।কৃষ্ণ পক্ষ তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৪ঃ৪৭ঃ০০ দং ২৭৩৮ঃ৩০ পর্যন্ত।ক্ষত্রঃস্বাতী শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৩৪ দং ৫৩২৬ঃ.৫ পর্যন্ত পরে বিশাখাররণনাগ বিকাল ঘ ০৪ঃ৪৭ঃ০০ দং ২৭৩৮ঃ৩০ পর্যন্ত পরে কিষ্কিন্ধ্যোগপ্রীতি সকাল ঘ ১১ঃ ২৬ঃ৩৬ দং ১৪১৭ঃ৩০ পর্যন্ত পরে আয়ুষ্মানঅমৃতযোগদিন ০৫ঃ৪৩ঃ ৩৬ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ১৩ঃ১৭ থেকে - ০৯ঃ ২৭ঃ৪৯ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৪২ঃ২০ থেকে - ০২ঃ৪১ঃ৪২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৬ঃ৩৩ থেকে - ০৪ঃ৫৬ঃ১৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৪৭ঃ০৬ থেকে - ০৯ঃ১২ঃ০১ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ ৪৫ঃ৩০ থেকে - ০৩ঃ১০ঃ০৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ০১ঃ১৭ থেকে - ০৫ঃ ৪৩ঃ৩৬ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ৫৮ঃ০৮ থেকে - ০৮ঃ৪২ঃ৫৮ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ৩৮ঃ৩৩ থেকে - ০৭ঃ২৯ঃ৪২ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৮ঃ৩১ঃ৪৩ থেকে - ০৯ঃ৫৫ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৯ঃ৫৫ঃ৫০ থেকে - ১১ঃ১৯ঃ৫৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ০৮ঃ০৪ থেকে - ০৯ঃ৪০ঃ০ পর্যন্ত।গ্রহসূত্রঃসূর্য (সূর্য উদয় কালাীন):রবিঃ৬ঃ৫১ঃ৫৫ (১৫) ৩ পদসূত্রঃ৬২০২২৩৭ (১৬) ১ পদমঙ্গলঃ৬৩২০০১৭ (৭) ৪ পদবৃঃ৭৭৬৩০৪৬ (১৭) ১ পদবৃহঃস্পতিঃ১২৭২০৯ (৫) ২ পদসূত্রঃ৭২৩৬৩৬৯ (১৮) ৩ পদশনিঃ১০১৫১৮৪৩ (২৪) ৩ পদরাহঃ১১১২৪৫৪৯ (২৬) ৩ পদকৈতুঃ৫২১২৪৫৪৯ (১৩) ১ পদবৃহঃস্পতি বক্রিশ্রব বক্রিশ্রঃতুলা রাশি সকাল ০৬ঃ৫৩ঃ০১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ০৯ঃ০৮ঃ৪৫ পর্যন্ত। ধনু রাশি সকাল ১১ঃ১৪ঃ০৩ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০১ঃ০০ঃ৫৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি দুপুর ০২ঃ৩৪ঃ২০ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৪ঃ০৫ঃ ২৪ পর্যন্ত। মেঘ রাশি বিকাল ০৫ঃ ৪৫ঃ৫৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৭ঃ ৪৪ঃ২২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাাত্র ০১ঃ ৫৭ঃ৪০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৩ঃ৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪ঃ৪৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৩৪ঃ৫৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

রাজ্য থেকে বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু। তবুও বৃষ্টি চমকে কোথাও কোথাও। বর্জগ্রস্ত মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন জেলায়। যার ফলে ক মছে তাপমাত্রা। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। অধিক ২০.৪ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৯শতকরা এবং ৬৭ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৯ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫১ মিনিট। ভাটা-বেলা ১০টা ৫৯ মিনিট এবং রাত ১ টা ৫৫ মিনিট। সূর্যোদয় সকল ৫টা ০২ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩০মিনিট।

রাশিফল

মেঘ রাশিঃ বিবাহের যোগ হবে উচ্চদপ্তর কর্মব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের কাজ সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি আসবে। আর্থিক হ্রাসিত হবে বুধ রাশিঃব্যবসায় সাফল্য হবে। মিথুন রাশিঃ এই সময় পুরনো বন্ধুর সঙ্গে নতুনভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন। কর্কট রাশি ব্যবসা ভালো চললেও সঞ্চয় ভাগ্য খুব একটা ভাল নয়। কর্মপ্রাধীনের নতুন কিছু করার সুযোগ আছে। সংসারে শান্তি হবে। সিংহ রাশিঃশিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে সমস্যা়া পড়তে হতে পারে।যোগাশোনা রোজ করা দরকার। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন। কন্যা রাশিঃসম্পত্তি নিয়ে ভাই-বোনদের সঙ্গে গন্তব্যের ববদূর অবধি গড়াতে পারে। শুভ দিন। তুলা রাশিঃসন্তানের লেখাপড়ায় মনোযোগ না থাকার ফলে পরীক্ষার ফল খুব একটা ভালো হবে না। বৃশ্চিক রাশিঃ কর্মপ্রাধীনা নতুন উদ্যম নিয়ে কর্মের চেষ্টা করুন। ধনু রাশিঃ সপ্তাহের মধ্যভাগে কর্ম পরিবর্তনের সুযোগ এলেও পরিবর্তনের আগে ভালো করে চিন্তাভাবনা করে নেবেন।শুভদিন মকর রাশিঃআর্থিক দিক থেকে শুভ। ব্যবসায় সাফল্য হবে। কুব্ধ রাশিঃ স্বার্থান্বেষী লোকজনদের কাছ থেকে সতর্ক থাকুন।শুভদিন মীন রাশিঃআর্থিক উন্নতি হতে পারে এবং কাজে সামাজিক কাজে যোগদান এই কৃতিত্বের জন্য গিনেস বুকে চিহ্নকরের জন্য লেখা হয়ে আছে।

তিলোত্তমাদের নিরাপত্তার জন্য ফ্রীতে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শুরু করলো ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : আর.জি.কর. আবহে শেষ প্রায় তিন মাস ধরে রাজ্য রাজনীতি যখন উত্তাল ঠিক তখনই মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য ফ্রীতে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও ক্যারাটে অ্যাকাডেমিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করলো ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চ। মঞ্চের কনভেনের উক্তির চতুর্দশ গোষ্ঠ্যমীর বক্তব্য আমরা সবাই ডাক্তার তিলোত্তমার বিচার চাইছি এবং নারী নিরাপত্তার পক্ষে কথা বলছি। কিন্তু এই বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলো শুধুমাত্র পরম্পরকে দোষারোপ না করে অর্থা রাজনৈতিক রুটি না পেকে সব চেয়ে ভালো হয় বিষয়টিকে আমরা যদি একটি সামাজিক ব্যাধি মনে করে সবাই মিলে তা সমাধানের চেষ্টা করি। বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি এবং শুধুমাত্র পারম্পরিক দোষারোপ করা হলে কখনোই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কাজেই একদিকে আমরা যখন কটেজ আইনী প্রক্রিয়ায় এবং জনতার আদালতে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় কেসটির পুনর্বিচার



বিভিন্ন ক্যারাটে ক্লাবে মূলত মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য ফ্রীতে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শুরু করলাম। আমাদের বিশ্বাস কোন গর্হিত অপরাধ আজ থেকে চৌত্রিশ বছর আগে হোক বা তিন মাসে আগে হোক নির্ণাতিতার জাস্টিস পাওয়ার অধিকার অবশ্যই রয়েছে। ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যে

শুধুমাত্র সমাজ ব্যবস্থাকে দোষারোপ করে রাজনীতি করার বদলে

উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারবে।

ইতিমধ্যেই আমরা কলকাতা

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু আমাদের রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী তাই ওনার কাছেও মঞ্চের পক্ষ থেকে আবেদন করছি এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উনি যেন ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় মামলা পুনর্বিচার মঞ্চের এই শুভ উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। মঞ্চের পক্ষ থেকে এই প্রজেক্টে ক্যারাটে প্রশিক্ষক হিসেবে হ্যাপি বিজয় সাও, হেল্পি আডভোকেট প্যারিজাত দাস এবং সমাজসেবী হিসেবে অনামিকা মণ্ডলকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এবং হেঁতাল পারেখকে জাস্টিস দেওয়ার পাশাপাশি আমরা ফ্রীতে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দিয়ে মেয়েদের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা যাতে হেঁতাল পারেখ বা উত্তর তিলোত্তমার মত আর কোন মেয়েকে যাতে আততায়ীর হাতে না প্রাণ দিতে হয়। কারণ দিনের শেষে আমাদের সবার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো উচিৎ সমাজে একটি ফ্রটহীন বিচার ব্যবস্থা এবং অপরাধহীন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করা।

মিনাখা বিধানসভার বিধায়িকা ও তার স্বামীর উপর হামলা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ১ নভেম্বর : গতকাল রাতে অর্থাৎ কালীপূজোর দিন হাড়োয়া থানা থেকে কালীপূজোর নেতন্ত্র সেরে বাড়িতে ফেরার পথে হাড়োয়া অট্টো স্ট্যান্ডে বিধায়কের উপর হামলা চালায় হাড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তথা হারোয়া দু'নম্বর ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি আব্দুল খালেক ও তার অনুগামীরা। বিধায়কের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট মারে। তারপর বিধায়ক ও তার স্বামী গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বের হতেই আব্দুল খালেক মোল্লা ও তার অনুগামীরা হামলা চালায়। ঘটনায় বিধায়কের বাম পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। কাঠের বেত দিয়ে বিধায়কের পায়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। বিধায়ক ও তার স্বামীকে বাঁচাতে এসে আহত হন বিধায়কের সহকর্মীরা। প্রায় পাঁচ জুন সহকর্মী আহত হয় তার মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যের একাধিক জেলায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : কালীপূজো পেরিয়েও বাতাসে আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি থেকে রেহাই মিলল না। এখনও শীতের দেখা নেই। হাওয়া অধিস সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। এদিন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, নভেম্বরের প্রথম দিন রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে দুই চরিশ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। এছাড়া উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ছাড়া উত্তর দিনাজপুরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

নন্দ, বৌদি ও তার ৪ বছরের শিশু পুত্র রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১ নভেম্বর : গত মঙ্গলবার ধনতেরাসের দিন থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ একটি পরিবারের নন্দ, মাসতুতো বৌদি ও তার ৪ বছরের শিশু পুত্র। হাওড়ার জগাছা থানার উনসানিতে নতুন সানাপাড়া এলাকায় ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। নরম শ্রেণীতে পাঠরতা নিখোঁজ নাবালিকার মা বলেন, ওইদিন ডাক্তার দেখাতে তিনি কলকাতায় যান। বাড়িতে এসে দেখেন উনুনে ভাতের হাড়ি কসানো আছে। প্রথমে মনে করেন মেয়ে হয়তো স্কুলে গেছে। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও তার কোনও শ্যামা পাওয়া যায়নি। অবশেষে ওই কিশোরীকে মা জগাছা থানা? নিখোঁজ ডাইরি করেন। পরে জানা যায় ওই দিনই নাবালিকার মাসতুতো বৌদি ও তার ৪ বছরের শিশু পুত্রও নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে।

শশুরবাড়ি এসে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত জামাই জয়নগরে

উজ্জল বদ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১ নভেম্বর : শশুর বাড়ি এসে মৃত্যু হল জামাইয়ের। কালীপূজোর রাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, কালী পূজোর রাতে মথুরাপুর থানার রামবাটি গ্রামের ২৬ বছরের যুবক সৌভিক হালদার জয়নগর থানার শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটপাড়া এলাকায় তাঁর শশুর হীরালাল পাইকের বাড়িতে আসে স্ত্রীকে নিয়ে। এদিন সন্ধ্যায় শশুর বাড়িতে রঙিন আলো লাগতে গিয়ে আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়েন জামাই সৌভিক হালদার। সাথে সাথে শশুরবাড়ির মানুষজন জামাইকে নিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর ও বকুলতলা থানার পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করে। মৃতদেহ শুক্রবার বকুলতলা থানা থেকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠালো পুলিশ। আর এই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ভাইফোঁটায় ভাইয়ের পাতে ইলিশ পড়বে কি চিন্তায় দিদি, বোনেরা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১ নভেম্বর : ভাইফোঁটায় ভাইয়ের পাতে ইলিশ পড়বে কিনা তা নিয়ে চিন্তায় দিদি ও বোনেরা। ঘূর্ণিঝড় দানার প্রকোপ কটিয়ে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল মৎস্যজীবীরা ইলিশের সন্ধানে। ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া নিষেধ ছিল। আবহাওয়া স্বাভাবিক হতে আরবো কাকদ্বীপ, নামখানা, রায়দীঘি, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, ডায়মন্ড হরবার সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় কয়েকশো ট্রলার গভীর সমুদ্রে গিয়েছিল মাছ ধরতে গত সপ্তাহে। কিন্তু খালি হাতেই ফিরতে হলো তাদের বেশ কিছু হরজাবলি মাছ পড়লেও ইলিশের দেখা নেই। হাতে গোনো এক কারোটে বা দু কারোটে ইলিশ পরেছে জালে তাও আবার সাইজে অত্যন্ত ছোট। তাই এবারে ভাইফোঁটায় ভাইয়ের পাতে ইলিশের টুকরো করবে কিনা তা এখন বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে। চিন্তায় দিদি ও বোনেরা।

শ্যামাপূজা উপলক্ষে শ্যামপুরে একাধিক কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, ১ নভেম্বর : শ্যামপুর ১নং ব্লকের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের সৌভারহ মিত্র সংঘের উদ্যোগে ৪৮তম শ্যামাপূজা উপলক্ষে বিশেষ শিবির ও শতাধিক মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়, শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি অর্পণা দৌলুই,নবগ্রগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আন্নাবী মোল্লা, উপপ্রধান লুতফর রহমান খান,প্রাক্তন প্রধান প্রশান্ত দাস, ক্লাবের সভাপতি কান্দীনাথ দাস, সম্পাদক দিবাকর দাস, পঞ্চায়েত সদস্য জয়ন্ত মন্ডল,নীতু বাগ, সমাজসেবী দধুকুমার দাস প্রমুখ। এই শিবিরে জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বেলারী পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তি বর,বালিচাতুরী পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শ্যামল পুরকাইত, ডঃ সদানন্দ রায়চৌধুরী, ক্লাবের সম্পাদক বিধান রায়, সভাপতি অনিল মন্ডল,রবীন মন্ডল প্রমুখ।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম শ্রেণীকে রাজ্যের প্রাথমিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে রাজ্য সরকার আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম শ্রেণীকে রাজ্যের প্রাথমিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করতে চলেছে। প্রথম পর্ষায়ে রাজ্যের সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ২ হাজার ৬৩৫টি প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণীকে যুক্ত করা হবে বলে জানিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এরমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সবচেয়ে বেশি ৬২৭ টি প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীকে যুক্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই জন্য সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরিকাঠামো উন্নয়ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর বারাসতকে টেক্সা দিতে পিছিয়ে নেই দক্ষিণ

দুরন্ত বার্তা, বারাসাত, ১ নভেম্বর : কালীপূজো মানেই শহর গন্তব্য উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত। কারণ, বারাসতের কালীপূজোর জগজোরা নাম। থিমের অভিনবত্ব, বলমলে আলোকসজ্জায় মেন এক অন্য মাত্রা পায় বারাসত শহর। কিন্তু এই উত্তরের বারাসতকে টেক্সা দিতে কোনও অংশে পিছিয়ে হেঁই দক্ষিণ বারাসত। দক্ষিণ বারাসত এলাকার বেশ কয়েকটি পুজো থিমের ছোঁষাতে ফুটিয়ে তোলা হয় প্রতি বছর। তার মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ বারাসতের জোরাপুল যুব গোষ্ঠীর শ্যামা পুজা। তাদের এবছর হীরক জয়ন্তী বর্ষ ভাবনা অরণ্য কন্যা। বিগত বেশ কয়েকবছর ধরেই এই পুজো এই এলাকার মধ্যে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। আর তারমধ্যে অন্যতম জোরাপুল যুব গোষ্ঠী। এবার তাই মানুষকে আনন্দ দিতে নিজেদের মণ্ডপে অরণ্য কন্যা ফুটিয়ে তুলেছে। মন্ডপ শস্যায় সুদূর নবদ্বীপ থেকে আগতা মন্ডপ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের হাতি পালকি গাছ এবং তার মধ্যে রয়েছে এই অরণ্যকন্যা সেটাকে দর্শকদের মধ্যে তুলে ধরা হচ্ছে। মন্ডপের মানানসই করে সদস্য বলেন প্রতি বছর কিছু না কিছু চমক থাকে আমাদের পুজোতে প্রচুর মানুষ ভিড় করে আমাদের এই মণ্ডপ ও প্রতিমা দেখার জন্য। আমরা আশা করছি গত বছরের তুলনায় এ বছর দর্শনাধীদের মন কাড়বে আমাদের এই মণ্ডপ।

সন্দেশখালিতে তৃণমূলের উপর হামলার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : কোন লিখিত অভিযোগ জমা হয়নি পুলিশের কাছে সন্দেশখালির হাটগাছি এলাকায় থেকে একটি ক্লাবের শ্যামা পূজার উদ্বোধন করে ফিরছিলেন সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো,ব্লক সভাপতি মিজানুর রহমান সহ একাধিক নেতৃত্ব। ফেরার সময় শিমুলআটি বাজারের কাছে আসতেই বেশ কয়েকজন দুস্কৃতী গাড়িতে লাঠি দিয়ে মারে এবং তিন ঘুষি চড় মারতে থাকে তারপর বাইকে আসার কয়েকজনকে মারধর করে এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়।এই ঘটনায় পুলিশকে মোখিকভাবে জানিয়েছেন সন্দেশখালি বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। এই ঘটনায় আহত দুজনকে মিনাখা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

মেট্রো রেলওয়ে ’ওয়াকথন’ আয়োজন করে

কলকাতা, ১ নভেম্বর : মেট্রো রেলওয়ে ২৮শে অক্টোবর থেকে ৩রা নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত ‘ সচেতনতা সপ্তাহ’ পালন করছে। এই বছরের সপ্তাহের থিম হল জাতির সমৃদ্ধির জন্য অখণ্ডতার সংস্কৃতি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়ানোর অংশ হিসেবে সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে, দুর্নীতির কুসল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে আজ অর্থাৎ ০১.১১.২০২৪ তারিখে একটি ’ওয়াকথন’-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই ওয়াকথনে মেট্রোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিপুল সংখ্যক অংশ নেন।

কুলতলিতে মূক ও বধির এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১ নভেম্বর : আবার রাজ্যে ধর্ষণের অভিযোগ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। এবার সুন্দরবনের কুলতলিতে মূক ও বধির এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো তাঁরই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,সু ন্দরবনের কুলতলির বাসিন্দা বছর চল্লিশের ওই মহিলা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির সানকিজাহান এলাকায় মা-ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন। তিনি জন্মগত মূক ও বধির। মাঝে মধ্যে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। এতিনকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াতেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর,গত মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হন তিনি। অভিযোগ,সেই সময় বছর আটম্নর এক প্রতিবেশী স্ট্রৌট তাঁকে রাস্তার ধারে ঘোপে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। এ দিকে তিনি দীর্ঘক্ষণ না ফেরায় মহিলার মা ও ভাই খুঁজতে বের হন। খুঁজতে বেরিয়ে ওই ঘোপের ধারে গিয়ে স্ট্রৌটের কুকীতির দেখতে পেয়ে যান তাঁরা। আর তখনই আশে পাশের লোকজনকে ডেকে ঐ স্ট্রৌটকে ধরে ফেলেন। তারপর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

গুরাপ স্টেশনে ইঞ্জিন ত্রুটির কারণে ট্রেন চলাচল বিলম্ব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : একটি মালগাড়ি গুরাপ স্টেশন পার হওয়ার পর সকাল ১০.৪০ টায় ইঞ্জিন ত্রুটির সম্মুখীন হয়। গুরাপ ও জৌগ্রাম স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে ট্রেনটি সকাল ১০.৫৫ টায় থেমে যায়, যার ফলে ট্রেন চলাচল বিলম্ব ঘটে। পূর্ব রেলওয়ে সাথে সাথেই একটি উদার ইঞ্জিন মালগামা থেকে ১১.৩৬ টায় যাত্রা করে, যা জৌগ্রাম স্টেশনে দুপুর ১২.১০ টায় পৌঁছায়। উদ্ধার ইঞ্জিনটি বিকল্প পথ হিসেবে আপ কর্ড দিয়ে দুপুর ১২.৩২ টায় সমস্যাগ্রস্ত ট্রেনটি সহায়তার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার কারণে, ট্রেন নম্বর ১২৩৬৭ শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ১০.৫৫ টা থেকে আটকে থাকে। যাত্রীদের অসুবিধা কমানোর জন্য দ্রুত রেল চলাচল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

জগাছায় জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষ, আহত ৩

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : হাওড়ার জগাছায় জমি বিবাদের জেরে সংঘর্ষ, আহত ৩। ঘটনায় ডাঙুর করা হয় বাড়িতে। আগুন ধরানো হয় দোকানেও। অভিযোগ, এলাকার একটি ’ফাঁকা’ জমি নিজেদের বলে দাবি করে স্থানীয় এক ক্লাব সংগঠন। পাশাপাশি ওই তাদের বলে দাবি করেন এক বাসিন্দাও। জমি নিয়ে আদালতে মামলা চললেও জমিতে নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু করার অভিযোগ ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক। সেই কাজে বাধা দিলে গণ্ডগোল বাধে। মারপিটের ঘটনাও ঘটে। আহত হন দু’পক্ষের বেশ কয়েকজন। এদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনজন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজে হাত দিয়েছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজে হাত দিয়েছে। ২০৫০ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পরিমাণের সঙ্গে সামুজ্য রেখেই কলকাতা মহানগরির জলপথ পরিবহণকে আরও আধুনিক করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ও পরিবহণ দফতর যৌথ ভাবে পরিকল্পনা রূপায়ণ করবে। পরিকাঠামো তৈরি ও উন্নয়নে আনুমানিক খরচের সম্ভাব্য উস সংক্রান্ত রূপরেখাও থাকবে মাস্টার প্ল্যানে থাকবে। অন্যদিকে স্থলপথে দুষণ কমাতে ব্যাটারি, বায়ো ডিজেল ও বিদ্যু চালিত গাড়ির ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনা, কলকাতা বন্দরকে কাজে লাগিয়ে পণ্য পরিবহণ বাড়ানোর কাজে গুরুত্বপূর্ণ ও অব্যাহত রাখা হবে বলে পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, রাস্তায় যে ভাবে গাড়ির চাপ বাড়ছে তাতে জলপথই বিকল্প। সেজন্যেই এই মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। জলপথে পণ্য পরিবহণ বাড়তে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে বলে তিনি জানান।

গত দুই মাসে প্রায় ৪ কোটি যাত্রী বহন করেছে মেট্রো

কলকাতা, ১ নভেম্বর : মেট্রো রেলওয়ে গত দুই মাসে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর, ২০২৪-এ প্রায় ৪ কোটি যাত্রী বহন করেছে। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীরা তাদের গন্তব্যে দ্রুত এবং কোনও বামেলা ছাড়ছি পৌঁছানোর জন্য মেট্রোতে ভ্রমণ করতে পছন্দ করছেন। এই প্রতিষ্ঠান মাসে, প্রায় ২ কোটি যাত্রী কলকাতার লিফটলাইনে অগ্রণ করেছেন। মেট্রো ৩০.০৯.২০২৪-এ প্রায় ৮.১৫ লক্ষ যাত্রী এবং ০৯.১০.২০২৪-এ প্রায় ৯.৬২ লক্ষ যাত্রী বহন করেছিল। সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরে, এটি ছিল সর্বোচ্চ দৈনিক যাত্রী সংখ্যা।এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এখন তাদের স্মার্ট কার্ডে, ট্যাকেন, কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কোদর পাশাপাশি তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেট মোড বেছে নিচ্ছে। শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, যাত্রীদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে মেট্রো রেলের প্রতি তাদের আস্থা দেখানোর জন্য কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মহাকালেশ্বরের মন্দিরের মহাকালেশ্বরকে দেখতে এবার কালীপূজায় দর্শনার্থীরা ভিড়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : মহাকালেশ্বরের মণ্ডিরদের মহাকালেশ্বরকে দেখতে এবার কালীপূজায় দর্শনার্থীরা ভিড় জমাচ্ছেন। সঙ্গে পাচ্ছেন ম্যানগ্রোভ চারা নবায়ন সংঘ ৬৫ বছরের এবার উজ্জয়নীর মহাকালেশ্বরী মন্দিরের আদলে পূজা মন্ডপ পাশাপাশি কালীমাতা কে সাথিয়ে তোলা হয়েছে যেখানে কালী ঠাকুরের দর্শটা হাত দর্শটা পা সঙ্গে দেবী দুর্গাকে রাখা হয়েছে রণচন্ডীমাকে রামকৃষ্ণ খাইয়ে দিচ্ছে সেই মূর্তির আদল তুলে ধরা হয়েছে এই পূজা মন্ডপে। শিকরাকুলি গ্রামের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী গত নন্দজী মহারাজ বসিহাট পৌরসভার পৌর মাতা অদিতি মিত্র রায় চৌধুরী ও সুবীর সরকার পূজো মন্ডপ উদ্বোধন করে হাজার দ্বীপ জ্বালিয়ে মায়ের আরতি করেন পাশাপাশি ফুল বেলপাতা দিয়ে



পুষ্প দীপ দিয়ে শ্রদ্ধার্থ্য করেন সম্পাদক অসময় উদ্ভাচার্য, সজল মজুমদার ক্লাবের সদস্যরা এদিন বলেন যারা উত্তরপ্রদেশে উজ্জয়নী যেতে পারছে না সেসব দর্শনাধীদের জন্য আমরা এই প্রতিমা তৈরি

রেলওয়ে চত্বরে আবর্জনা ফেললে বা থুতু ফেললে ফাইন সহ কারাদণ্ডের মতো শাস্তি হতে পারে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১ নভেম্বর : তামাক চিবিয়ে রেলওয়ে চত্বরের যত্রতত্র থুতু ফেলা নিজের জন্য ক্ষতিকর তো বটেই, পাশাপাশি এ ধরণের কাজের জন্য শাস্তির মুখোমুখি ও হতে পারেন। রেলওয়ে



স্টেশন চত্বরে, প্লাটফর্মের যেকোনো জায়গায় বিশেষত লিফ্টে, ফুট ওভার ব্রিজ গুলিতে ও ট্রেনের ক্যামরায় থুতু বা আবর্জনা ফেললে পরিষেবার সৌন্দর্য নষ্ট হয় এবং পরিস্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতার মাত্রা কমে যায়, যা সহযাত্রীদের স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলে। রেলওয়ে স্টেশনে বসানো উচ্চ প্রযুক্তির সিসিটিভি ক্যামেরা রেলওয়ে চত্বরে যেকোনো ব্যক্তির আবর্জনা বা থুতু ফেলার ঘটনাকে সহজেই শনাক্ত করে এবং অপরাধ সনাক্ত হলেই জরিমানা ও কারাদণ্ডের শাস্তি দেওয়া হয়। পূর্ব রেলওয়ের

এবং তাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে ভবিষ্যতে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করে।

এবছর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে, পূর্ব রেলওয়ের আরপিএফ রেলওয়ে চত্বর অপরিচ্ছন্ন করার জন্য ১২,৯০০ জন অপরাধীকে আটক করেছে এবং তাদের কাছ থেকে টাকা ১৭,৬৬,০১০- জরিমানা আদায় করেছে। এর মধ্যে হাওড়া ডিভিশনে ৪৯৫৮ জন, শিয়ালদহ ডিভিশনে ২০২৩ জন, আসানসোল ডিভিশনে ২২১৪ জন এবং মালদা ডিভিশনে ৩৭০৪ জন

পড়ে তাঁকে ধর্ষণ করে এবং সেই সময় তাঁর নগ্ন ছবিও তুলে নেয়। এরপর সেই ছবি দেখিয়েই তাকে ক্রমগত ব্ল্যাকমেল করতে থাকে এ অভিযুক্ত। এরপরও দেখিয়ে একাধিকবার তার বাড়িতে ঢুকে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে অভিযুক্ত, অভিযোগ নেই। শুধু তাই নয়, সেই সময় অভিযুক্তের



করে সে। নির্ঘাতিতা অভিযোগ করেছে,ওই ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়ার ভুমকি দিয়েছিল অভিযুক্ত। ২ সন্তানকে নিয়ে আতঙ্ক

সময় কাটতো তাঁরা।ঐ নির্ঘাতিতার ভিডিয়ো তাঁর স্বামীর হাতে পৌঁছেলে তিনি গোটা বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চান স্ত্রীর কাছে।ঐ মহিলা তাঁকে পুরো বিষয়টি জানানোর পর স্ত্রীর পাশে দাঁড়ান ওই ব্যক্তি বুধবার কুলতলি থানায় এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ দায়ের করেছে এ নির্ঘাতিতা। আর তার পরেই পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে কুলতলি থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরে অভিযুক্ত বিধান দাস পলাতক। তাঁর পোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে বলে শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

তাঁর স্বামীর হাতে পৌঁছেলে তিনি গোটা বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চান স্ত্রীর কাছে।ঐ মহিলা তাঁকে পুরো বিষয়টি জানানোর পর স্ত্রীর পাশে দাঁড়ান ওই ব্যক্তি বুধবার কুলতলি থানায় এই ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ দায়ের করেছে এ নির্ঘাতিতা। আর তার পরেই পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে কুলতলি থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরে অভিযুক্ত বিধান দাস পলাতক। তাঁর পোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে বলে শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বাতা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৩২৯ সংখ্যা, শনিবার, ১৬ কার্তিক, ১৪৩১

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের সেই গ্রাম তখন সভ্যতার আলো থেকে বহু দূরে। সেখানেই ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর জন্ম নেন ইনি। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে দশ কিলোমিটার দূরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। যাওয়া-আসার দুষ্টর সমস্যা। তাই স্কুলের কাছাকাছি থাকা এক ডাক্তারের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সেই কিশোর। বাড়ির গোয়ালঘর দেখাশোনা, বাসন মাজার মতো কাজ তাকে করতে হত। তবেই জটত খাবার, মাথা গোঁজার ঠাই। যদিও কাজগুলো মনের আনন্দেরই করতো, আরও মিলত পড়াশোনার সুযোগ। সেই ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ছিল জাতপাত নিয়ে বেজায় বাড়াবাড়ি। “নিচু জাত”-এর ছেলে এই কিশোর তাই বাড়ির অদরমহলে প্রবেশ নিষেধ। তার ওপরে হুকুম ছিল, নিজের বাসনপত্র গ্রামের পুকুর থেকে নিজেদের ধুয়ে মেজে আনতে হবে। বাড়ির বাসনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেলেই কেলেঙ্কারি। পড়াশোনার জন্য সব মুখ বুজ মেনে নিলেও মেধাবী ছেলেটির মনে গ্রামের দিনিগুলি দাগ কেটে গিয়েছিল। কেশেবেরে অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন, জাতিভেদ, অসাম্য আসলে সমাজের এক গভীর অসুখ। জাতিভেদ প্রথার দরদর দিকটা, আরও ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে। তিনি তখন শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সাইকেলে চড়ে গৃহশিক্ষকতা করে বেড়ান। বাকি সময়টা ভুবে থাকেন গণিতে। মেধা বৃষ্টি পাওয়ায় তখন কলেজ হোস্টেলে সহপাঠীদের সন্ত্রমনের পাত্র সেদিনের কিশোর। কিন্তু এক বার সরস্বতী পুজোর দিন বললে গোলা সব কিছু। পূজোমণ্ডপে অঞ্জলি দিতে আসায় ফ্লোভ প্রকাশ করেছিল ব্রাহ্মণ ছাত্রার। মুখের ওপর বলেছিল, তুমি যতই মেধাবৃষ্টি পাও, আসলে তা ছোট জাত। তাই আমাদের সাথে এক আসনে বসার যোগ্যতা তোমার নেই। এই ঘটনাই জাতিভেদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করার বাসদ ভরে দিয়েছিল সেদিনের কিশোরের বুকে, যার ছাপ পড়েছিল তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মতাদর্শে। যে দিন তার জন্ম হয়েছিল, সে দিন ছিল প্রগু বড়-জলের তাণ্ডব। আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। পুরাণ অনুযায়ী বড়-জলের দেবতা হলো মেঘরাজ ইন্দ্র। তাই বাবা মা নবাগত শিশুর নাম রেখেছিলেন মেঘনাথ। কিন্তু হোস্টেলের এ ঘটনার পর উচ্চ বর্গের মানুষদের গোঁড়ামি মেনা নাথাকে। উচিত বিরক্ত করে তুলেছিল যে, তিনি নিজের নাম পাল্টে রেখেছিলেন মেঘনাদ অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ। দেবতা নন, রাক্ষসদের প্রতিনিধি। সেদিন থেকে গোটা বিশ্বের কাছে তিনি মেঘনাথ নন, মেঘনাদ সাহা নামে পরিচিত ন। তাঁর চোখে মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ সমাজের অপমানিত অংশের প্রতিনিধি, যাঁকে অন্যান্য ভাবে বধ করেছিল ব্রাহ্মণ সমর্থিত এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। নিজের নাম বললে মেঘনাদ প্রমাণ করেছিলেন তিনি আসলে ডেমোক্রেট্যাক্ট ক্লাসের প্রতিনিধি, যাদের পিছিয়ে পড়া বলা হয়, জোর করে পিছিয়ে রাখা হয়।

বাংলার জামাই অমিতাভ

আপনি না বাংলার জামাই, একটাও সিনেমা করবেন না। এটা আবার হয় নাকি? অমিতাভ বচনকে বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে রাজি করেছিলেন শক্তি সামন্ত, ‘বরসাত কি এক রাত’ তাই একই সঙ্গে হিন্দি এবং বাংলা উভয় ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছিল। দুটি সংস্করণেই বচন এসিপি অভিজিৎ রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমিতাভ বচন বাংলা সংস্করণের নাম হয়েছিল ‘অনুসন্ধান’ যা একটা সময় বক্স-অফিস সেনসেশন হয়ে উঠেছিল। এই শক্তি সামন্ত মনে প্রাণে চেয়েছিলেন ‘মেঘে ঢাকা তারা’র হিন্দি রিমেক হোক। প্রযোজক পরিচালক শক্তি সামন্ত ছবির বিষয়ে উৎসাহিত। প্রায় একই রকম উৎসাহী ঋত্বিক ঘটক। চূড়ান্ত বিপত্তি ঘটে যায় চুক্তিপত্রের একটি শর্ত নিয়ে। তেলে বেঙনে জ্বলে উঠলেন ঋত্বিক ঘটক,বললেন,আরে ঋত্বিক ঘটক কখন মদ খাচ্ছে সেটা ঠিক করবে কিছু চাকরবাকর টাইপের লোক।চলচ্চিত্রের অত্যন্ত সম্বল প্রযোজক,পরিচালক, শক্তি সামন্ত মনে প্রাণে চেয়েছিলেন ঋত্বিকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ হিন্দিতে রিমেক হোক।দুর্ভাগ্য বোধহয় যেমন শক্তি সামন্তের, তেমন চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষদের তুচ্ছ কারণে ছবিটি হিন্দিতে আর রিমেক করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ঋত্বিক যে ঋত্বিকই, তাঁর ছিল অদম্য জেদ, জাগতিক কোনও প্রলোভনে তাঁকে টালানো যায়নি। ঘটনার অনেকগুলো বছর পরে শক্তি সামন্তের সাথে প্রাক্তন পুলিশ কর্মী হাফিজ কত্থার তালুকদারের পরিচয় হয় কিশোরকুমারের এক গানের অনুষ্ঠানে। লেখক তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঋত্বিক ঘটকের মুখে তিনি শুনেছেন ‘মেঘে ঢাকা তারা’ হিন্দিতে রিমেক না হওয়ার বৃত্তান্ত। শক্তিবাবু সখেদে বলেছিলেন ‘আপনি ঠিকই শুনেছেন,ব্যাপারটা ওরকম ঘটেছিল’। শুধু আমার দোষটা কোথায় এখনও বুঝতে পারিনি। আমরা ছবি করছি আর ঋত্বিকদার মত লোক ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছেন,এটা আমাদের কি ভাল লাগত? তুচ্ছ অজুহাতে ছবিটা করলেন না। সবই বরাত। ঋত্বিকদা সিনেলাদা’র বইয়ের লেখকের অবস্থা মনে হয়েছিল ঋত্বিক ঘটক যদি অদম্য জেদ আর অহেতুক পাগলামি থেকে একটু সরে আসতেন তাহলে হয়ত তাঁর জীবনেও অনেক অনিশ্চিত পরিস্থিতি তৈরি হত না। কিন্তু তিনি যে ঋত্বিক ঘটক, নিজের সৃষ্টির মহিমায় চিরদিন উদ্ভাসিত হয়ে থাকবেন। তাঁর সম্পর্কে অনেকের অভিমত চিরকাল বিরাজ করেছেন জাগতিক সব প্রলোভনের উপরে। সেই জন্য ঋত্বিক একজনই হয়। তাঁর সৃষ্টির জন্য চিরকাল তিনি মানুষের হৃদয়ে থাকবেন। শক্তি সামন্ত, ঋত্বিক ঘটককে প্রভাব দিয়েছিলেন,তিনি যেমন ভাবে চাইবেন সেভাবে ছবি হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন থেকে সব কিছু হবে তাঁর অভিমত অনুসারে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



সারা জীবন ধরে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের সংঘাত চলে। কোনটা ন্যায় আর কোনও অন্যায় তা বোঝা খুবই মুশকিল হয়ে উঠে। মানুষ

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন



বামী বিবেকানন্দ বলতেন, রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিযুত্বার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে খড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করছেন এবং অন্যান্য

করেছেন। অন্যান্য করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ব দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ব দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অহংকার। অহংকার পতনের মূল কারণ। সীতা হরণ করতে গিয়েই রাবণ বিপদে পড়ে গেলেন। কোনও সময়ে নারী অপহরণ কাজে লিপ্ত থাকবে না। নারীকে অপমানিত করা মানেই নিজের পরাজয়ের ডেকে নিয়ে আসা। ঈশ্বর নারীকে একটি শক্তি দিয়েছেন সেই শক্তি হল সাহসের শক্তি। সহনশীলতার শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে সে সবাইকে পরাস্ত করতে পারে।

ভারত বিরোধিতাকে সম্বল করে উৎশৃঙ্খল ছাত্র সমাজ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারকে ফেলাটা গণতন্ত্রের অশনি

রবীন্দ্রকুমার শীল

অস্থির বাংলাদেশের খবর শোনার পর স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের হাত ছেড়ে দিয়ে কী করে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হলে এবং তার জন্য কতদিন ধরে প্রস্তুতি গ্রহণ করা শুরু হয়েছিল তা সব মনে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। এই নিয়ে লিখতে বসেছি এখানে। স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রাক্তন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কর্তা ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায় একটি বই ‘লিখেছিলেন। সেই বইটির নাম হচ্ছে ‘মুক্তিযুদ্ধ ৭১’। এই বইটির শুরুতেই লেখক ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায় ‘কিছু কথা’তে লিখেছেন, “ স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক দেশের মানুষকেই কোনও না কোনও সময়ে লড়তে হয়েছে। কিন্তু ভাষা ও কৃষ্টির জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতো এমন মরণপণ সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। আপামর জনতা সেদিন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তনের শাসককুলের বিরুদ্ধে সত্য সত্যই গর্জে উঠেছিল। তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পূববাংলার মানুষকে অত্যাচারের দ্বারা দাবিয়ে রাখা যায় না। ইংরেজরা পারেনি, পাকিস্তানি শাসককুল পারবে না। সেদিন যারা মামুলি অস্ত্র হাতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, আজ পঞ্চাশ বছর পরে তাঁদের অনেকেই নেই। তাঁদের সংগ্রামের স্মৃতিও ঝাপসা হয়ে এসেছে। নতুন প্রজন্ম পুরানো আদর্শও ঐতিহ্যকে নিয়ে তেমন করে আর ভাবে না। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে তাই মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নতুন করে ভাবার সময় এসেছে।” লেখক পুলিশ কর্তা হতে পারেন। কিন্তু তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য তাঁকে অন্য রূপে সাহিত্যের আন্দানায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। বলা যেতে পারে তিনি একজন নেতাজি ভক্ত এবং বিশেষজ্ঞ। যে স্বাধীন বাংলাদেশ সম্পর্কে লেখক এই ধারনা পোষন করেছিলেন আজকে সেই বাংলার চিত্রটাকে একেবারে পাল্টেদেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যে বাংলাদেশ কি সত্যই আগামি দিনে আর একটি আফগানিস্তান দেশে পরিণত হতে চলেছে যেখানে নারী স্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। সংস্কৃতি চর্চা বলে কিছু থাকবে না। বিজ্ঞান চর্চা বলে কিছু থাকবে না। সবাই শুধু জীবন ধরান করে দিন কাটাতে যা আজকে অফগানিস্তান থেকে শুরু

করে অধিকাংশ মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞানে ইসরায়েল এগিয়ে রয়েছে। তারা বিজ্ঞানকে জীবন রক্ষার প্রধান উপায় বলে গ্রহণ করে নেওয়ার ফলে সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলি তাদের আক্রমণের ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের একটি ছেলে বা মেয়ে যে কোনও দেশের দশ জন ব্যক্তির দেশগুলি তাদের আক্রমণের ভয়ে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। সেই রকম ক্ষমতা রাখে। তার ফলে ইসরায়েলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সবাই উদযীব। বিজ্ঞান আজকে কী না করতে পারে তার প্রমাণ দেখিয়ে দিল ইজরায়েল। গোটা বিশ্ব যদি ইসরায়েলের কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ না করে তাহলে অন্য দেশগুলি কিন্তু নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। আমেরিকা তালিবানদের হাতে আফগানিস্তান তুলে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছে। তার ফলে আজকে আফগানিস্তানের মেয়েরা গৃহবন্দি। সেখানে বিজ্ঞান চর্চার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মুক্ত শিক্ষার দরজা রুদ্ধ। ফলে মেধা তৈরি হচ্ছে না। মেধা তৈরি না হলে একটি দেশ জগতে পারে না। বাংলাদেশের ছাত্র অভ্যুত্থান আসলে সেই তালিবানি শাসনকে বাংলাদেশে ফিরে নিয়ে এলা বলা যেতে পারে। দেশের ক্ষতি যদি ছাত্র লীগের সদস্যরা প্রস্তুত করে ফেলে তার দায় অন্য কারোর ওপরে বর্তায় না। যে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন রাজির জনক শেখ মুজিবুর রহমান সেই স্বাধীন বাংলাদেশ বিপন্ন। বাঙালি শিক্ষা, বাঙালি সংস্কৃতি বিপন্ন। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পথকে তৈরি করতে না পারলে কিন্তু বাংলাদেশের ভবিষ্যত আগামি দিনে অন্ধকার এটা বুঝতে কারোর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। আমেরিকা চেষ্টা করছে স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নতির পথকে একেবারে রুদ্ধ করে দিতে যা আফগানিস্তানে হয়েছে। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই সব দেশ থেকে প্রচুর শ্রমিক যায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশগুলি যদি শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি লাভ করে তাহলে কোথায় থেকে শ্রমিক আসবে? ফলে এই সব দেশগুলিকে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে আঘাত করো। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দাও। বিজ্ঞান চর্চার পথ বন্ধ করে তৈরি না হতে পারে তার দিকে লক্ষ রাখো। এই সব এশিয়ার দেশগুলি যত বেশি অশিক্ষিত হবে ততই আমেরিকা এবং ইউরোপের

দেশগুলিতে শ্রমিকের অভাব হবে না। চিনের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না আমেরিকা সহ ইউরোপের দেশগুলি। কারণ চিন দেশে কেউ বসে থাকে না। তাদের দেশভক্তি প্রবল। ফলে চিনকে আঘাত দেওয়ার মাননৈই হল চিন দেশের মানুষের ওপরে আঘাত দেওয়া। জাপানের ওপরে ইউরোপ আমেরিকা খবরদারি করতে পারছে না। ফলে এখন ভারতের মতো বেশ কয়েকটি দেশ রয়েছে যাদের ওপরে দাঙ্গাগিরি ফলানো যেতে পারে। সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দেশ। এরা ইউরোপ এবং আমেরিকাতে শ্রমিক পাঠাবে। সেই



সব দেশের উন্নয়নের হাতিয়ার তৈরি হবে এশিয়াবাসীরা। এশিয়া হবে শ্রমিক তৈরির কারখানা। এই সব শ্রমিক চালান যাবে ইউরোপ সহ আমেরিকাতে। তার জন্য দেশগুলির ওপরে থাকবে কড়া নজরদারি, খবরদারি থাকবে। ঋণ দিয়ে জর্জরিত করে রাখা হবে। ঋণগ্রস্ত দেশে পরিণত করে রাখা হবে। ফলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। সেই সব ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে এশিয়ার বেশ কিছু দেশ। এটা শুরু হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে। শিল্প বিপ্লব দাসপ্রথা শুরু হয়েছিল এই চিন্তার হাত ধরেই। আজও বেশ কয়েকটি শক্তিশালী ইউরোপীয় দেশ এবং আমেরিকা কাটা আদমিরে মানুষ বলে মনে করে না। তারা এদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যক্তি বলে গ্রহণ করে থাকে। এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ভারতের নাগরিকেরা স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত

স্বাধীনতা লাভ করলো খণ্ডিত হয়ে। অখণ্ড ভারত ভাগ করে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা তৈরি করে দিল। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আর্থিক দিক দিয়ে এই সব দেশগুলি যাতে ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। সেই কৌশল এখনও চলছে। সেই যড়যন্ত্র এখনও সজীব। আমরা এই সব অজানা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে অজান্তে মারা পড়ে যেতে শুরু করেছি। ইজরায়েল সেই ফাঁদে পা দেয়নি। তারা হচ্ছে বিজ্ঞান চেতনায় বিশ্বাসী। ক্ষুদ্র দেশ হতে পারে। কিন্তু তাদের ক্ষমতার পরিধি বিশাল। ইসরায়েলের প্রতিটি লোকই কি ছেলে এবং মেয়েরা বিজ্ঞানকে সঙ্গে করে নিয়ে

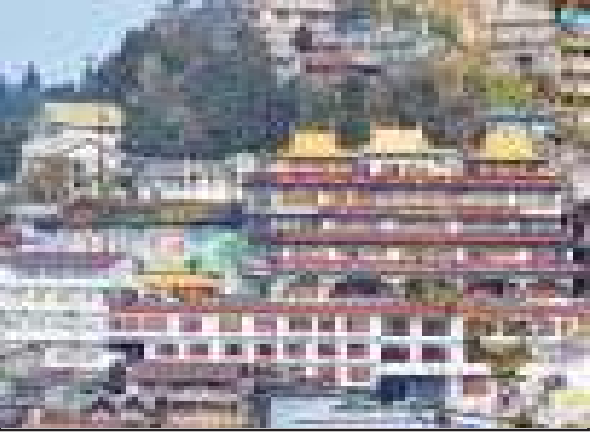
চলাফেরা করে। তারা বিজ্ঞান ছাড়া পথ দিয়ে হাটে না। তার ফলে বিজ্ঞান তাদেরকে রক্ষা করার উপায় বাতলে দেয়। তাদের ফলিত বিজ্ঞান আজকে সারা বিশ্বে সমাদর লাভ করেছে। জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের যে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বে দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছিল তাকে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ার আয়োজন আগে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। এবারে তা সাফল্য লাভ করলো বলা যেতে পারে। পুতুল তদারিক সরকার প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু দালাই লামার মতো বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতে আত্মসমর্পণ করলেন এবং পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মতো জেলে ভরে রাখা হবে। তদারকি সরকার আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

স্বামী বিবেকানন্দের মতো বিদেশি পণ্ডিতরা এশিয়ার ইউরোপে আগ্রহী

বিশেষ প্রতিবেদক

খুঁজেছিলেন সভ্যতার হারানো সিঁড়ি, দার্জিলিংয়ে আজও শুয়ে আছেন আলেকজান্ডার। মিনন ইম্পসিবল। এক অর্থে তাই। এমন মিসিং লিঙ্কের খোঁজ তাঁর আগে পৃথিবীর কেউ করেননি। সভ্যতার হারিয়ে যাওয়া সিঁড়ি থাকতে পারে কোথাও, ভাবনাতেই আসেনি কারও। কয়েক হাজার বছর আগের দুই সভ্যতার মুখে যাওয়া পায়ের ছাপ খুঁজে বের করার স্বপ্ন তাড়াতেই পারে কাউকে। কিন্তু তার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ কথা ছিল না। ২০০ বছর আগের সত্য জানা। হাঙ্গেরির এক তরুণ ভাবলেন, ইউরোপ আর এশিয়ার মাঝে ভাষার আভ্যন্তরঙ্গ্য। বিশ্ব জয়ের নেশায় নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার মিল খুঁজে বের করা। ফরাক শুধু একটাই

ভাবে। ভাষার প্রতি টান তাঁকে এক সময় বাংলাও শিখিয়ে দিয়েছিল। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে তরুণ ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করা যাক। ইনি হাঙ্গেরির সাদ্দার সোমা ডি কোরোস। ইংরেজিতে বললে, আলেকজান্ডার সোমা ডি কোরোস। আলেক জান্ডার দ্য গ্রেটের মতোই তাঁর আভ্যন্তরঙ্গ্য। বিশ্ব জয়ের নেশায় নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার মিল খুঁজে বের করা। ফরাক শুধু একটাই



আলেকজান্ডার ভারতে পা রাখলেও জয় করতে পারেননি। এই হাঙ্গেরিয়ান আলেকজান্ডার নির্ধািয় ভারতীয় ভাষাকে জয় করে ফেললেন। জীবনভর শুধু যাত্রাই করেছেন কোরোস। দেশ, শহর, গ্রাম, উপত্যকা, নদী, পাহাড়ের বাঁকে না গড়াতে আবার জ্বর। কোরোস অনেকবারই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। কিন্তু এবার পারলেন না। ১৮৪২ সালের ১১ এপ্রিল এই দার্জিলিংয়েই মারা গেলেন কোরোস। যাঁরা নিয়ে হেঁটে দার্জিলিং চেনার চেষ্টা করলে, ম্যাল কয়ে নেমে কয়েক কন্ম এগোলেই আলেক জান্ডার সোমা ডি কোরোস

সরকারই সব ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু তেরাই পেরনোর সময় ম্যালিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন কোরোস। হাঙ্গেরির দার্শনিক, পর্যটককে নিয়ে আসা হল ইংরেজদের অতি প্রিয় শহর দার্জিলিংয়ে। বিচউড হাউসে রাখার ব্যবস্থা হল। সকালের দিকে একটু ভালো থাকেন, দুপুর গড়াতে না গড়াতে আবার জ্বর। কোরোস অনেকবারই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। কিন্তু এবার পারলেন না। ১৮৪২ সালের ১১ এপ্রিল এই দার্জিলিংয়েই মারা গেলেন কোরোস। যাঁরা নিয়ে হেঁটে দার্জিলিং চেনার চেষ্টা করলে, ম্যাল কয়ে নেমে কয়েক কন্ম এগোলেই আলেক জান্ডার সোমা ডি কোরোস

করে সেখানে বিএনপি বা জামায়েতে ইসলামি মতো রাজনৈতিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নয়। সরকার গঠন হবে। বাংলাদেশের গত সাধারণ নির্বাচনকে বয়কট করেছিল বিএনপি এবং জামায়েত এর মতো কটরপন্থী দলগুলি। ভারত বিরোধী স্লোগান তুলেছিল। ভারত বিরোধিতা করাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল যা আজও পাকিস্তানের মূল মন্ত্রে পরিণত। পাকিস্তানি চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশে। এর পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর পোশাক ভাতকে একেবারে অস্বীকার করা যাচ্ছে না। যদিও পাকিস্তান এ ব্যাপারে একেবারে নিরব। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অবস্থা মোটেই ভালো নয়। সেখানে আর্থিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে।এদিকে ইজরায়েল যে রকমভাবে ইরান, লেবানন, ইরাক এবং তুরস্কের মতো দেশগুলিতে আতঙ্ক বিস্তার করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে তাতে তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত। পাকিস্তান, আফগানিস্তান এখন আর হামাসের পক্ষ নিয়ে কোনও কথা বলার সাহস দেখাতে পারছে না। গাজা বিপন্ন।ইজরায়েল ক্রমশ তাদের পরিধি বিস্তার করতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিশালী দেশ হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ইজরায়েল। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলির ওপরে আগামি দিনে ইজরায়েলের হাতে নিয়ন্ত্রণ থাকবে সেই ব্যবস্থা গড়ে দিতে আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি এগিয়ে এসেছে। ইউক্রেন ভাগ হলও ক্ষতি নেই। কিন্তু ইজরায়েলকে অক্ষত রাখতে হবে এটাই হচ্ছে এখন ব্রিটেন আমেরিকার মূল কৌশল। স্বাধীন বাংলাদেশে আমেরিকা একটি নতুন ঘাঁটি নির্মাণ করতে চায়। রাশিয়া, ভারত চিন আগামি দিনে যদি জেট হয় তাহলে কিন্তু আমেরিকার পক্ষে তা বিপদের কারণ হতে পারে। সেই কারণে এখন থেকেই আমেরিকা বাংলাদেশে তাদের নৌ বাহিনীর বাটী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ভারত মহাসাগর এবং আরব মহাসাগরের ওপরে আমেরিকা তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে। তার জন্য বাংলাদেশকে ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আমেরিকা প্রতিরক্ষা দফতর মনে করছে থাকে। বাংলাদেশে এখন যা হচ্ছে তা মূলে রয়েছে বিশ্ব রাজনীতি। রাশিয়া, চিন, ভারত এবং এশিয়ার দেশগুলি

যদি জোটবদ্ধ হয় তাহলে আমেরিকা বা ইউরোপে বিপদ ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করবে। তাদের নিরাপদে বিয়্ব ঘটাতে পারে। সেই কারণে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছিল। একেবারে শ্রীলঙ্কার কায়দায় বাংলাদেশে ছাত্র অভ্যুত্থান তৈরি করা হল। একটি নির্বাচিত সরকারকে ফেলে দেওয়া হল যা ছিল আমেরিকার মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে অপমান জনক। আমেরিকাতেও আজকে গণতন্ত্র বিপন্ন। সেখানে আগামি নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো একটি ব্যক্তি জনগণের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। আমেরিকার প্রেডিন্ট পদে সবচেয়ে বেশি কলঙ্কিত লোক বলে পরিচিত এই ডোনাল্ড ট্রাম্প। কমলা হ্যারিসের মতো মহিলাও ট্রাম্পের জনপ্রিয়তার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। সারা বিশ্বে এখন গণতান্ত্রিক শেখ বলে আর কিছুই থাকবে না। একনাগতকল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। নাহে গণতন্ত্র। কিন্তু দলীয়তন্ত্র পরোকমভাবে প্রভাব বিস্তার করবে যা ভারত থেকে শুরু করে সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে বর্তমান দেখতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। পরিবারতন্ত্র তৈরি হবে। সমাজতন্ত্র বলে কোণ্ড কিছুই থাকবে না। সাম্যবাদ বলে কোনও কিছুই থাকবে না। সাম্যবাদ বলে কোনও কিছুই থাকবে না। সবই হবে শক্তিবাদ। নাৎসিবাদের মতোই দেখতে হবে। লিঙ্কনের ‘বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল’ বলে কোনও গণতান্ত্রিক সংজ্ঞার দেখা মিলবে কিনা ভবিষ্যতে তা বলা একেবারে মুশকিল। বাংলাদেশের তারারিক সরকারের যা বেহাল অবস্থা তার থেকে একটি স্বচ্ছ সরকার তৈরি করাটা একটি চ্যালেঞ্জ। সেই দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভারত। তবে ভারত খুবই সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে আওয়ামি লিগ বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করলেও তখন সেখানে হাসিনা পরিবারের কোনও ছেলে সদস্যকে মুখ করে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তার কৌশল গ্রহণ করাটা কি শুরু হয়ে গিয়েছে গোপনে? বিশ্ব রাজনীতিতে প্রাক্কনে শুরু হয়েছে অস্থির রাজনীতির পরিবেশ। নির্বাচন এখন বলতে গেলে কার্বড প্রহসনে পরিণত হতে শুরু করেছে। চাকা দিয়ে ভোট কন্া শুরু হইছে। সামর্থন নির্ভর নির্বাচন ক্রমশ অন্তরালে যা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিপদ।

শ্যামা সঙ্গীতে পান্নালাল ভট্টাচার্য

বিশেষ প্রতিবেদক

ছোট থেকেই ফুটবল পাগল । ফুঁবল খেলতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটে । বারেন্দ্রপাড়ার মাঠে খেলতে গিয়ে সজোরে বল এসে লাগে চোখে। স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসায় কোনও ফল না দেওয়ায় সোজা কলকাতায় নিয়ে আসতে হয় । দেড়



মাস থাকতে হয় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তাররা প্রথমে ভেবেছিলেন, দুটো চোখই চলে যাবে। কিন্তু পরে দৃষ্টিশক্তি বেঁচে যায় বটে, কিন্তু এক চোখের পরেও ফুটবল প্রেম কমেনি। মোহনবাগানের খেলা দেখতে প্রায়ই হাজির ছিলেন মাঠে । আর পাশাপাশি ছিল সঙ্গীত চর্চা । দান ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁকে নিয়ে যান পন্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে । সেখানেই শুরু হয় তালিম । ভক্তিরীতিতে গাইতে গিয়ে আসর মাত করে দেয় সে। দাদা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বুঝেছিলেন পঞ্চাশের দশকের পর কে মল্লিক, ভবানী দাস কী মৃগাল কাড়ি ঘোষের পর ভক্তিরীতিতে একটা ভাটা এসেছে। সেখানেই তার ভাই পানু যশ কুড়োতে পারবে। আর তাই নিজে পরের পর ছবিতে অসংখ্য

ফিরছেন। ট্রেনে করে বালি নামার একটু আগে হঠাৎ পান্নালাল চুপ। গুম মেরে বসে আসে। মুখতো লাাল। কোনও কথাই বলছে না। একজন জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল? পরে পান্না হঠাৎ গুম মেরে গেলি? কোনও কথা নেই। তখন পান্নালাল থমথমে মুখে বলল, মাকে কেন তুঁতে রঙের বেনারসিটা পরালেন? সর্কলে শুনে কেন হেসে উঠলেন? ঠাট্টাও করলেন। বললেন, তুই আছিস ট্রেনে। আর এখান থেকেই কি না বুঝে ফেললি এ সব? শুনে পান্নালাল কেমন ছটফট করে উঠল। বলল, শোনো, তোমাদের যদি মিথ্যে মনে হয়, এখনই সবাই নামো। চলো দক্ষিণেশ্বর। আমি সবার বাইে ফেরার টাক্সি ভাড়া দেব। তাই করেছিল সবাই। আর গিয়ে দেখেছিল, সত্যিই তাই। ভবভারগীণীকে তুঁতে রঙের বেনারসিই পরানো হয়েছে।

চাষবাস

১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল দুর্যোগের কারণে নষ্ট



মাঠের ধান নষ্ট মাঠেই। খেতে জল। নুইয়ে পড়েছে ধানগাছ। ক্ষতি ফুল অন্যান্য সবজি চাষেও। ঘূর্ণিঝড় ‘ডানা’র প্রভাবে জেলায় জেলায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে ব্যাপক বৃষ্টির কারণে পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি-সহ ৯টি জেলা মিলিয়ে প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল দুর্যোগের

কারণে নষ্ট হয়েছে বলে কৃষি দপ্তরের প্রথমিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। সোমবার থেকে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কৃষিদপ্তরের বিশেষ দল পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করবে। এর মধ্যে শুধুমাত্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেই ২০ হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। রাজ্যের কৃষিদপ্তর সূত্রে খবর, পূর্ব মেদিনীপুরে ২০ হাজার হেক্টর

জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়েছিল। অনেক জায়গায় ধানগাছ নুইয়ে পড়েছে। তার ওপর জল জমে যাওয়ায় ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। এ ছাড়াও ৩০০০ হেক্টর জমিতে



থাকা ফুল, সবজি এবং পানচাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক জায়গায়

আশঙ্কা করা হচ্ছে। হাওড়ার গ্রামীণ এলাকায় চাষবাসের প্রভূত



ক্ষতি হয়েছে।বাগাননা, দেউলটি-সহ ফুলচাষের এলাকাগুলিতেও জল জমে ফসল পচে গিয়েছে। রাজ্যের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের শস্যবিমার আবেদনের মেয়াদ আরও একমাস বাড়ানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, একজন কৃষকও যেন ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত না

হয়।বিভিন্ন জেলা থেকে শনিবারও কৃষকরা নবমে ফোন করে তথ্য দিয়েছেন। দপ্তরের প্রধান সচিব ওঙ্কারসিং মিনা বিষয়টির তদারকি করছেন। তবে কৃষিদপ্তর সূত্রে খবর, এখনও পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আসেনি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। বৃষ্টি কমে রোদ ওঠার পর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

আবার বাড়লো গ্যাসের দাম, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

কলকাতা, ১ নভেম্বরঃ উৎসবের মরসুম এখনও শেষ হয় নি। তার মধ্যেই এক ধাক্কায় ৬১ টাকা দাম বাড়িয়ে দেওয়া হলো বাণিজ্যিক গ্যাসের। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা উঠেছে বাড়ির গ্যাসের দাম কি বাড়ছে? সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। প্রতি মাসের শুরুতেই ওয়েল মার্কেটিং সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামের দামের পর্যালোচনা করে, সেই অনুযায়ী এলপিজি প্যনের দাম নির্ধারণ করে। এবারও ওয়েল মার্কেটিং সংস্থাগুলির তরফে ১৯ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১৪ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৮২৯ টাকাতেই পাওয়া যাবে ১৪ কেজির এলপিজি সিলিন্ডার। এভাবে পর পর চার বার বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা।

বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির, স্বপ্নের উড়ান থেকে এক টুকরো রাজস্থান আলোকসজ্জা ও প্রতিমাতেও নজর কেড়েছে পাণ্ডুয়ার কালীপূজো



দুরন্ত বার্তা, পাণ্ডুয়া হুগলি, ১ নভেম্বরঃ শক্তি আরাধনায় মেতে উঠেছে গোটা রাজ্য। বাদ যামিনি হুগলির পাণ্ডুয়া। বারাসাত, নৈহাটির পাশাপাশি কালীপূজোর সুনাম রয়েছে পাণ্ডুয়াতে। বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির, স্বপ্নের উড়ান থেকে এক টুকরো রাজস্থান আলোকসজ্জা ও প্রতিমাতেও নজর কেড়েছে। যা দেখতে জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে দর্শনাধীশ্বরে ভিড় নামে পাণ্ডুয়ায়। এই ব্লকে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০ টি পূজো হয়। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ৪৬ টি পূজো করা হয়। গত কয়েক বছর ধরে থিমে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে পূজো কমিটিগুলি। প্রতিবছরই আলো, প্রতিমা থেকে মন্ডপ সজ্জায় থাকে অভিনবত্বের ছোঁয়া। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ৬৭ বছরে পাণ্ডুয়া প্রগতি সংঘ বৃন্দাবনের প্রেম মন্দিরের আদলে মন্ডপ নির্মাণ করে চমক দিয়েছে দর্শনাধীশ্বরে। মন্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে কাপড়, থার্মোকল, ফোন, বাঁশ বেটম। মন্ডপে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে চারিপাশে রয়েছে বিভিন্ন মডেল এবং শিব ও কালীর মূর্তি। তারি মাঝে কৃষ্ণ কালী রূপে অধিষ্ঠান করছেন মা। পূজো কমিটির সম্পাদক বলেন, প্রতিবছরই আমাদের পূজাতে নতুনত্ব থাকে। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ দানার প্রভাবে মণ্ডপ নির্মাণ করতে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। তবে সময়ের মধ্যে মন্ডপ নির্মাণ করেছেন শিল্পীরা তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। পূজোর বাজেট সাড়ে ১০ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকা। পিছিয়ে নেই পাণ্ডুয়ার কালনা রোড ব্যবসায়ী সমিতি ও বেনে পাড়া যুব সম্প্রদায়ের পূজো। ৬৫ তম বর্ষে এ বছরে তাদের থিম ‘স্বপ্নের উড়ান। মন্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে নেট, ফোম ও কাপড়। মন্ডপের ভিতরে মায়ের দুপাশে রয়েছে দুটি শ্বেত বর্ণের হরিণ তারই মাঝে রয়েছেন সোনালী বর্ণের মা কালী। পূজো কমিটির সভাপতি বলেন, মানুষ স্বপ্ন দেখলে মনের মধ্যে যে ভাবনাটা আসে সেটাকেনই মন্ডপ সজ্জায় তুলে আনা হয়েছে। শান্ত শৃঙ্খলা মেনে আমরা পূজো করি কোনরকম ডিজে বন্ধ আমরা বাজাই না শোভাযাত্রাতেও তা সম্পূর্ণ নিষেধ কর হয়েছে। পূজোর বাজেট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। পাণ্ডুয়া মধ্যমপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি ও তরুণ সংঘের পূজোয় প্রতিবছরই থাকে চমকা। এ বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি ৫৭ তম বর্ষে এক টুকরো রাজস্থানের আদলে মন্ডপ নির্মাণ করেছেন উদ্যোক্তারা। মন্ডপের প্রবেশের দুপাশেই রয়েছে দুটি গুপ্ত। ভেতরে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে বিভিন্ন মডেল দিয়ে সাজানো রয়েছে মন্ডপ তারই মাঝে অধিষ্ঠান করছেন আদ্যা শক্তি মহামায়া মা কালী।

রাঘবপুর যুবমৈত্রী সংঘের শ্যামাপূজা উপলক্ষে কৃতী সংবর্ধনা ও সংগীত সন্ধ্যা

মথুরাপুর, ১ নভেম্বরঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর রাঘবপুর যুবমৈত্রী সংঘের রজত জয়ন্তী বর্ষের শ্যামাপূজা উপলক্ষে এলাকার কৃতী পড়ুয়া এবং মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ নাগরিক বৈদ্যনাথ কয়াল, গৌরীশ দাস কয়াল, রমেশ কয়াল সহ পূজা কমিটি ও সংঘের সদস্যরা। সংঘ সম্পাদক মৃণাল কয়াল জানান, রাঘবপুর যুবমৈত্রী সংঘের শ্যামাপূজা উপলক্ষে গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সংগীত অনুষ্ঠান বিশেষভাবে সফলতা লাভ করেছে এবং সবকিছুর আড়ালে থেকে অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য মথুরাপুরের কৃতি সন্তান সুমিত বৈদ্যকে সাধুবাদ জানান। এক প্রান্তিক গ্রাম্য পূজা ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রায় সাত-আট হাজার মানুষের ভীড়

ছিল দেখার মতো। ভীড় সামাল দেবার জন্য মথুরাপুর থানার বিভিন্ন আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

Name Change
I, Puja Dutta W/o Sukanta Dey Residing at - Lalkuthi Purbayan, P.o - Rajarhat Gopalpur, P.s - Airport, District - 24 Pgs (N) Pin - 700136 West Bengal India shall henceforth be known as Puja Dutta Dey. I declare that Puja Dutta Dey and Puja Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 30-10-2024.

Name Change
BHAVANANDA DAS ADHIKARY (Old Name) S/O RAJKRISNA DAS ADHIKARI, Residing at Ghotal Balai Chak, Chakshyampur, West Medinipur, Pin-721124, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as BHABANANDA DAS ADHIKARI (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 30-10-2024, BHAVANANDA DAS ADHIKARY (Old Name) and BHABANANDA DAS ADHIKARI (New Name) both are same and one identical person.

Correction of name
I, AHMODA KHATUN wife of Late. Khondker Masudul Haque residing at 8/2B, Abdul Halim Lane, Kolkata-700016, hereby declare that my name was erroneously recorded as AHMADA KHATUN in my Passport No: R806995. It shall now stand corrected to AHMODA KHATUN as declared before the Notary Public at Sealdah Court – Kolkata, West Bengal, vide Affidavit No: 03AC 57631 dated 30th October 2024. AHMADA KHATUN and AHMODA KHATUN are both same and identical person.

গাজার বেইত লাহিয়া এলাকার একটি আবাসিক ভবনে ইসরায়েলের বিমান হামলায় ব্যাপক প্রাণহানি



উত্তর গাজার বেইত লাহিয়ায় হামলার নিন্দা করে ইসরায়েলের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলেছে, বিপুলসংখ্যক বেসামরিক মানুষের মৃত্যুতে তারা খুবই উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, এটা একটা ভয়ংকর ঘটনা। ফিলিস্তিনের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, উত্তর গাজার এই শহরের অ্যাপার্টমেন্টে ইসরায়েলের হামলায় ৯৩ জন হয় মারা গেছেন বা নিখোঁজ। এর মধ্যে অনেকে

শিশু আছে। মিলার বলেছেন, ‘ইসরায়েলের কাছ থেকে ঘটনার বিষয়টি স্পষ্ট করতে বলছে যুক্তরাষ্ট্র। আমরা জানতে চাই, চিক কী হয়েছিল। কীভাবে একটি হামলায় এত শিশুর মৃত্যু হতে পারে, আমরা এই প্রশ্নের জবাব চেয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো জবাব পাইনি।’ ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি চায়।

ইসরায়েল বলছে, তারা হামাসের সামরিক ক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিতে চায়। ইসরায়েলকে এই বৃহত্তর কৌশলগত লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে সত্যক হতে হবে। তাদের এমন একটা পথ নিতে হবে, যাতে এই যুদ্ধ এমনভাবে শেষ হয়, যেখানে বন্দীরা ঘরে ফিরতে পারেন। একটা অন্তহীন পারম্পরিক বিরোধ চালিয়ে লাভ হবে না।’ জাতিসংঘের ত্রাণ সর্গঠন ইউএনআরডব্লিউএকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসরায়েল। এর ফলে ইসরায়েলের ভূখণ্ড

ব্যবহার করে ইউএনআরডব্লিউএ কোনো কাজ করতে পারবে না। এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, ‘এই সিদ্ধান্তের ফল ভয়ংকর হতে পারে।’ গাজার মানুষের কাছে জীবনধারণের ন্যূনতম ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই সংস্থা কয়েক হাজার কর্মীকে নিয়োগ করেছে। কিন্তু এখানে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাতে গেলে ইসরায়েলের জমির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ইউনিসেফের মুখপাত্র জেমস এলডার জানিয়েছেন, যদি ইউএনআরডব্লিউএকে কাজ করতে না দেওয়া হয়, তাহলে গাজার মানবিক সাহায্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অর্থ, শিশুদের মারার একটা নতুন পন্থা খুঁজে পাওয়া। ইসরায়েলে জার্মানির রাষ্ট্রদূত স্বেকেনে সেইবাট জানিয়েছেন, তিনি এই সিদ্ধান্তে রীতিমতো উদ্বিগ্ন। গৃহহীন নারী,

পুুষ ও শিশুদের অবস্থা এমনিতেই খুব খারাপ। এরপর তাদের আরও বড় ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ইউএনআরডব্লিউএ তাদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছে। তাদের জন্য আরও অনেক কিছু করা দরকার। জর্ডান বলেছে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে ইসরায়েলের দুই রাষ্ট্র সমাধানের পথ বন্ধ করছে। ফিলিস্তিনদের তাদের জন্মভূমিতে ফেরার পথও বন্ধ করতে চাইছে ইসরায়েল। নরওয়ে জানিয়েছে, তারা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটা প্রস্তাব আনছে, যাতে আন্তর্জাতিক কোর্ট অব জাস্টিসকে এই সিদ্ধান্তের স্পষ্টীকরণ দিতে বলা হবে। আফ্রিকার দেশ চাদের অভিযোগ, ইসরায়েল একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাতে ফিলিস্তিনিরা তাদের জীবনদায়ী পরিষেবাও না পেতে পারেন।

কমলাকে ‘যৌনকর্মী’ ‘শয়তান’ বলে আক্রমণ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁকে নিয়ে ‘বর্ণ ও লিঙ্গবিরোধী’, ‘অশালীন’ এবং ‘কুরুচিপূর্ণ’ কথা বলা অব্যাহত রেখেছেন রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর মিত্ররা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে জনসমাবেশ করেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি কমলাকে ‘একজন ধ্বংসাত্মক মানুষ, যিনি নিজের চলার পথে সবকিছু ধ্বংস করেন দিয়ে যান’ বলে বর্ণনা করেন। ট্রাম্প এদিন মঞ্চে বক্তৃতা দিতে আসার আগে তাঁর কয়েকজন মিত্র বক্তৃতা করেন। তাঁদের একজন পুরেষ্ঠা রিকোকে ‘বর্জ্যের ভাসমান দ্বীপ’ বলেন। অন্য একজন বলেন, কমলা হ্যারিস, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট হতে চাইছেন, তিনি ‘তাঁর ক্যারিয়ার (পেশাজীবন) শুরু করেছেন একজন যৌনকর্মী হিসেবে’। ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের সমাবেশ নিয়ে বলা হয়, সে রাতে সমাবেশে স্ট্যান্ড আপ কর্মেডিয়ান (যিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে সরাসরি কৌতুক করেন) টনি হিগ্লক্লিফে বলেন, ‘আমি জানি না, আপনারা যাহা জানতে পারেন, এ মুহূর্তে সমুদ্রের মাঝখানে সতাইই একটি ভাসমান বর্জ্যের দ্বীপ রয়েছে। আমার মনে হয়, এটাকে পুরেষ্ঠা রিকো নামে ডাকা হয়।’ এই বক্তার চেয়েও কুরুচিপূর্ণ কথা বলেন অন্য বক্তারা। ট্রাম্পের শোষণের বন্ধু ডেভিড রেম কমলাকে ‘প্রিষ্টধর্মের বিরোধী’ এবং ‘শয়তান’ বলে উল্লেখ করেন। ব্যবসায়ী গ্রান্ট কারডন উপস্থিত ভিড় লক্ষ করে বলেন, ‘কমলা এবং তাঁর (যৌনকর্মের) দালালেরা আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দেবে।’ সমাবেশ মধ্যে ট্রাম্প এবং তাঁর মিত্রদের এমন বক্তব্যের পর রিপাবলিকান দলেও এসব বক্তব্য নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। ওই সমালোচনার জবাবে গতকাল মঙ্গলবার ট্রাম্প ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনের সমাবেশকে ‘ভালোবাসার উৎসব’ বলেছেন। তবে তাঁর মিত্রদের বক্তব্য নিয়ে তিনি এদিন কোনো কথা বলেননি। গত রােববার রাতের এই সমাবেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে। ট্রাম্প বলেন, ‘এমন ভালোবাসা কেউ কখনো পায়নি।’ সমাবেশে ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া হাজির হয়েছিলেন। ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় মেলানিয়াকে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। মেলানিয়া ছাড়াও মার্কিন ধনকুবের ইলন মাস্ক ওই সমাবেশে এসেছিলেন। আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে ভোট হচ্ছে। যদিও দেশজুড়ে আগেই আগাম ভোট শুরু হয়ে গেছে। এবারের জনমত জরিপে ভোট হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

নামখানা ব্লকে কালী পূজো উপলক্ষে শতাধিক মানুষের হাতে চারাগাছ বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১ নভেম্বরঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রামের প্রিয়দর্শিনী ক্লাবের এবছরও শ্যামা পূজো অনুষ্ঠিত হলো এবং ২৫ বছরের এই শ্যামা পূজা উপলক্ষে বিশেষ আকর্ষণ ছিল এলাকার মানুষদের হাতে চারা গাছ তুলে দেওয়া। তাই নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনায় প্রায় শতাধিক মানুষের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ তুলে দেওয়া হয় ও সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হলো। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি মেম্বার বিদ্যাং তিওয়ারি ও অমিত মাল্লা, তাপস পাল, সমাজসেবী সমীর সাহা, পূজো কমিটির সম্পাদক শুভেন্দু দাস, গৌরহরি পাটলা সহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সুন্দরবন ক্রমশ তার মাথুর্ষ হারাচ্ছে। আইলা থেকে শুরু করে আমফান, বুলবুল, যশ,



ফনি এইসব সুপার সাইক্লোন সুন্দরবনের গাছপালা যেভাবে নষ্ট করেছে তার আর বলায় অপেক্ষা রাখেনা। তাই সুন্দরবনকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন এনজিও থেকে শুরু করে সরকারি ভাবেও

প্রতিবছর হাজার হাজার গাছ লাগানো হচ্ছে। তাই ব্যতিক্রমী নয় এই শিবরামপুরের প্রিয়দর্শিনী ক্লাব। তাই গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান এই আশু বাক্যটিকে তারা প্রমাণ করলে।

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও কয়েকটি উৎসব স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ০১ নভেম্বরঃ এই উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে আরও চারটি উৎসব স্পেশাল ট্রেন পরিচালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই ট্রেনগুলি নিউ কোচবিহার-শিয়ালদহ, কাটিহার-উধনা, কাটিহার- অমৃতসর ও কলকাতা-সহরসার মধ্যে চলাচল করবে। স্পেশাল ট্রেনগুলির বিবরণ নিম্নরূপঃ ট্রেন নং. ০৫৪৭৪ (নিউ কোচবিহার-শিয়ালদহ) একমুখী স্পেশাল ০১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ২১.৩০ ঘট্টায় নিউ কোচবিহার থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১০.০০ ঘট্টায় শিয়ালদহ পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৯০৪৭ (উধনা-কাটিহার) স্পেশাল ০১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০০.২০ ঘট্টায় উধনা



থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪.০০ ঘট্টায় কাটিহার পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৪৬৬৪ (অমৃতসর-কাটিহার) স্পেশাল ০২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৭.০০ ঘট্টায় কাটিহার

থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ২৩.৩০ ঘট্টায় উজ্জয়িনী পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৪৬৬৪ (কাটিহার-অমৃতসর) স্পেশাল ০২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৩.২৫ ঘট্টায় অমৃতসর থেকে রওনা দিয়ে

তৃতীয় দিন ০৩.০০ ঘট্টায় কাটিহার পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৪৬৬৩ (কাটিহার-অমৃতসর) স্পেশাল ০৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৬.০০ ঘট্টায় কাটিহার থেকে রওনা দিয়ে পরের

দিন ২০.০০ ঘট্টায় অমৃতসর পৌঁছবে। ট্রেন নং. ০৩১১৭ (কলকাতা-সহরসা) স্পেশাল ০২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৮.৫০ ঘট্টায় কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে একই দিনের ২২.০০ ঘট্টায় সহরসা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৩১১৮ (সহরসা-কলকাতা) স্পেশাল ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০১.০০ ঘট্টায় সহরসা থেকে রওনা দিয়ে একই দিনের ১৫.৩০ ঘট্টায় কলকাতা পৌঁছবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সৌসায়িক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার পূর্বে এই বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্তুতি ম্যাচ বাতিল করল টিম ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১ নভেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু করার আগে ভারত ‘এ’ দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার কথা ছিল ভারতীয় দলে। তবে সেই ম্যাচ বাতিল করা হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় বোর্ড সে কথা ঘোষণা না করলেও ‘ক্রিকইনফো’ ওয়েবসাইটের দাবি, সেই ম্যাচ হচ্ছে না। বরং ওই সময়টা কাজে লাগানো হবে অনুশীলনে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা তৃতীয় সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছে ভারত। ১৫-১৭ নভেম্বর রুদ্ধদ্বারে এই প্রস্তুতি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। তবে দল পরিচালন সমিতি এখন পরিকল্পনা বদল করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। তারা ওই তিন দিন একাধিক নেট সেশন করতে চাইছে। পাশাপাশি মাঠের মাঝের পিচে ম্যাচের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি তৈরি করে সেই অনুযায়ী অনুশীলন করতে চাইছে। একই মাঠে ভারতের পর অনুশীলন করবে অস্ট্রেলিয়াও। সাম্প্রতিক কালে কম ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি হবে। স্টিভ স্মিথ বলেছেন, “পার্শ্বের মাঝের উইকেটে ভাল প্রস্তুতির দিকে তাকিয়ে আমরা। অস্ট্রাস স্টেডিয়ামের (যেখানে টেস্ট হবে) মতোই পরিস্থিতি পাওয়ার আশা করছি।” অস্ট্রেলিয়ার আগের দু’টি সফরে দু’বারই প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল ভারত। ২০১০-২১ মরসুমে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের সঙ্গে এবং ২০১৮-১৯ মরসুমে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের সঙ্গে। তবে ইদানীং কোনও সফরের আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার প্রবণতা উঠেই গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়াও এ বছর ভারত সফরে এসে কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেনি। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের তৃতীয় টেস্ট শেষ হচ্ছে ৫ নভেম্বর। তার দিন কয়েকের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারে ভারত। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে প্রথম টেস্টের আগে অন্তত দু’সপ্তাহ অনুশীলন করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে।

আরসিবি-র দুই দশকের সঙ্গী বিরাট! রিটেনশন পর্ব মিটতেই লক্ষ্য জানালেন কোহলি



মুম্বই, ১ নভেম্বরঃ একবার আইপিএল ট্রফি জয়ের স্বাদ চান। আইপিএল রিটেনশন পর্ব মিটতেই বলে দিলেন বিরাট কোহলি। প্রত্যশামতো কোহলিকে রিটেন করেছে আরসিবি। ২০২৫ সালের আইপিএল নিলামের আগে রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেঙ্গলুরুর সবচেয়ে দামী ক্রিকেটার আপাতত তিনি। ৩৫ বছর বয়সী ভারতীয় সুপারস্টার আইপিএলের জন্মগ্রাণ থেকে আরসিবিতে রয়েছেন। মেগা নিলামের আগে তাঁর টিম তাঁকে রিটেন করার পর কী বললেন কোহলি? পঁচিশের আইপিএলের মেগা নিলামের আগে আরসিবি কোহলিকে আগামী তিন বছরের জন্য রিটেন করেছে। অর্থাৎ সেই দিক থেকে দেখতে হলে ২০টা বছর এই টিমেই কেটে যাবে বিরাটের। যে

কারণে উচ্ছ্বসিত কিং কোহলি। আরসিবির শেয়ার করা এক ভিডিয়োতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বিরাট বলেন, “আরসিবি আমাকে আরও তিন বছরের জন্য রিটেন করল, যেটা আগামী বছর থেকে শুরু হবে। এটা বলতে গিয়ে আমি দারুণ উত্তেজিত। খুব ভালো লাগছে। সকলেই জানেন আরসিবি আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকগুলো বছর ধরে টিমটার সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আর সেটা দিনে দিনে শক্তিশালী হয়েছে। আরসিবির হয়ে খেলতে গিয়ে আমি যে অনুভূতি পাই সেটা অসাধারণ। আমি আশা করি ভক্তরা এবং সকলেই ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে আগের মতোই যুক্ত থাকবে।” আইপিএল কেবিরায়ের ইতি টানার আগে একবার ট্রফির স্বাদ পেতে চান বিরাট। সেই প্রসঙ্গে বলেন, “পরবর্তী চক্রের মধ্যে একবার অন্তত ট্রফি জিততে চাই। এটাই মূল লক্ষ্য। আমরা নিজেদের সেটাটা তুলে ধরব। যে ভাবে ক্রিকেট খেলি আমরা, সেটা ধরে রেখে সকলকে গর্বিত করব। আমাদের টিমের ফ্যানদের ধন্যবাদ জানাই। বছরের পর বছর আমাদের সমর্থন করছেন আপনারা। সকলের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি এম চিন্মাস্বামীতে আবার দেখা হবে।”

রোহিতের কথাতেই বুমরা-সূর্যদের এগিয়ে রাখল মুম্বই?

মুম্বই, ১ নভেম্বরঃ বিশ্বজুী অধিনায়ক তিনি। মুম্বই ইন্ডিয়াকে জিতিয়েছেন পাঁচ-পাঁচটা আইপিএল। সেই তিনিই কিনা মুম্বই ইন্ডিয়াদের চতুর্থ পছন্দের ক্রিকেটার। বিষয়টা অনেকের হজম হচ্ছিল না। জসপ্রীত বুমরা, সূর্যকুমার যাদব ও হার্দিক পাণ্ডিয়ার পর চতুর্থ স্থানে রোহিতকে রিটেন করেছে মুম্বই। এমন সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হয়েছে? মুম্বই ইন্ডিয়াদের শেয়ার করা এক ভিডিয়োতে তা নিজেই জানিয়েছেন রোহিত শর্মা। তাঁর কথাতেই বুমরা-স্কাই-সূর্যদের এগিয়ে রাখল এমআই? মুম্বই ইন্ডিয়াদের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার

করা এক ভিডিয়োতে হাসিমুখে রোহিত শর্মাকে বলতে শোনা যায়, “আবারও মুম্বই ইন্ডিয়াদের অংশ হতে পেরে দারুণ লাগছে। এখানে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। আমি এখান থেকেই আমার ক্রিকেট কেবিরায়র শুরু করেছি। এই শহর তাই আমার কাছে খুব, খুব স্পেশাল। তাই এখানে থাকতে পেরে আমি খুশি। যখন একটা টিমের হয়ে দীর্ঘদিন খেলি, দলের সঙ্গে নানা স্মৃতি তৈরি হয়।” এমআই রোহিতকে রিটেন করার পর তিনি দলের লড়াই মানসিকতার কথা তুলে ধরেন। বলেন, “গত ২-৩টে মরসুম আমাদের খুব একটা

ভালো কাটেনি। আমরা এ বার সেই ফলাফল বদলে দিতে বদ্ধপরিকর। একে অপরকে সাহায্য করব বলে ঠিক করছি। আশা করছি আমরা বিষয়গুলো ঠিক করতে পারব। মুম্বই ইন্ডিয়াদের ট্রফি জেতার এক সম্ভাব্য ইতিহাস রয়েছে। অনেক সময় অবিশ্বাস্যভাবে নানা ম্যাচ জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়াস। আর ওই ট্রফিটা পাওয়ার জন্যই দলের জার্সিটা সকলে গায়ে চাপায়। লক্ষ্য বলা যায় ওই ট্রফিটাই। এই দল কখনও হাল ছাড়ে না।” হিটম্যানের মতে তাঁর জন্য ৪ নম্বর রিটেনশন স্পটটা একেবারে পারফেক্ট।

বিদেশি ফরোয়ার্ড এডমিলসনকে স্বাগত জানাল হায়দরাবাদ এফসি

হায়দরাবাদ, ১ নভেম্বরঃ গতবারের মত এবারও মরসুমের শুরুটা খুব একটা মধুর হয়নি হায়দরাবাদ এফসি। প্রথম থেকেই একাধিক ম্যাচে পরাজিত হতে হয়েছিল নিজামের শহরের এই ফুটবল ক্লাবকে। সেই নিয়ে যথেষ্ট ছিল সমর্থকরা। তবে দল যে শীর্ষই ঘুরে দাঁড়াবে সেই মতো আশাবাদী সকলে। এক্ষেত্রে ভারতীয় কোচ থাংবোই সিংটোর উপরেই ভরসা রাখে হায়দরাবাদ এফসি। গত বছর সীমিত শক্তি নিয়েই লড়াই করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকতে হলেও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স মন জয় করেছিল সকলের। তবে নতুন সিজন থেকে দলের ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটা কার্যকরী হয়নি। একটা সময় তাদের আইএসএল খেলা নিয়ে ধোঁয়াসা থাকলেও শেষ মুহূর্তে নয়া লুপ্ট্রিকা স্ট্যান্ডার হাতধরে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এই ফুটবল ক্লাব। তবে শেষ বেলায় দল গঠনের কাজ শুরু করার ফলে অনুশীলনের খুব একটা সুযোগ পায়নি একেবারে আইএসএল জরীয়া। মূলত দেশীয় ফুটবলারদের নিয়েই আইএসএল শুরু করতে হয়েছে তাঁদের। পরবর্তীতে সময় এগোনোর সাথে সাথে দলের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করেন

বিদেশি ফুটবলাররা। তারপর চেন্নাইয়িন এফসিকে আটকে প্রথম পয়েন্ট পায় হায়দরাবাদ। তারপর আগুয়ে ম্যাচে মহামেন্দো স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে প্রথম জয়। যা নিঃসন্দেহে বাড়তি অক্সিজেন যুক্ত করেছিল ফুটবলারদের মধ্যে। গত ম্যাচে নিজেদের ঘরের মাঠে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কাছে পরাজিত হতে হলেও তাঁদের লড়াই পারফরম্যান্স যথেষ্ট চমকে দিয়েছিল সকলকে। আগামী ৭ই নভেম্বর কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে পরবর্তী ম্যাচ খেলবে নিজামের শহরের এই সফল ফুটবল ক্লাব। এসবের মাঝেই নিজেদের নয়া বিদেশি ফুটবলারকে স্বাগত জানাল হায়দরাবাদ ম্যানেজমেন্ট।

মূলত দীপাবলির আবেহ নয়া ফরোয়ার্ডকে দলে টানল এই ক্লাব। তিনি এডমিলসন কোরিয়া। পূর্বে কাতারের ফুটবল ক্লাব আল বিদার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই সেন্টার ফরোয়ার্ড। সেই দলের হয়ে মোট ১৬টি ম্যাচ খেলে ৪টি গোল করেছিলেন বিসাঁউ গিনির এই ফুটবলার। এই আইএসএল সিজনের কথা মাথায় রেখে এবার তাঁকেই সহি করিয়েছে ক্লাব। বৃহস্পতিবার রাতে নিজেদের সোশ্যাল সাইটে ঘোষণা করা হয় সেই কথা। তাঁর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলবে গোটা দলকে।

ডনের দেশে ৬ উইকেটে মুকেশ কুমারের কেরামতি

ম্যাকায়, ১ নভেম্বরঃ আর কয়েকদিন পর রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাড়ি দেবেন অজি সফরে। ভারতের মাটিতে একটিকে আজ, শুক্রবার শুরু হল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার শেষ টেস্ট ম্যাচ। আর সুদূর ম্যাকায়তে মুখোমুখি ভারত ও অস্ট্রেলিয়া এ টিম। বৃহস্পতিবার তা শুরু হয়েছে। ওই আনঅফিসিয়াল টেস্টে টস জিতে প্রথমে ভারত এ টিমকে ব্যাটিংয়ে পাঠান অজি ক্যাপ্টেন। এই ম্যাচের প্রথম দিন ১০৭ রানে আউট হই ঋতুরাজ গায়কোয়ার্ডের ভারত। টিমের কোনও ক্রিকেটার হাফসেঞ্চুরিও করতে পারেনি। এরপর শুরু হয় অজিদের ইনিংস। প্রথম দিন ৪ উইকেটে ৯৯ রান তোলে অজিরা। দ্বিতীয় দিন এরপর ১৯৫ রানে অস্ট্রেলিয়াকে গুটিয়ে দেয় ভারত। নেপথ্যে মুকেশ কুমারের ৬ উইকেট। অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে ২০০ রান তুলতে দিলেন না ভারতের বোলাররা। ভারতের মতো অজি এ দলের কোনও ক্রিকেটারই হাফসেঞ্চুরি করতে পারেননি। ক্যাপ্টেন নাথান ৩৯ রান

করেন। অজিদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান কুপারের (৩৭)। এ ছাড়া ওয়েস্টার ও টম মরফিরা করেন ৩৬ রান করে। ওপেনার স্যাম কন্টাস থেকে শুরু করে মুকেশের শিকার হয়েছেন ওয়েস্টার, কুপার, জন ফিলিপে, ব্রেন্ডন ও টড মারফি। ১৮.৪ ওভার বল করে ৭টি মেডেন সহ ৪৬ রান দিয়ে ৬ উইকেট নেন মুকেশ। ম্যাচের প্রথম দিন তিনি নিয়েছিলেন ২টি উইকেট। আর দ্বিতীয় দিন তুলে নেন আরও চারটা। তাঁর পাশাপাশি প্রসিধি কুশা নেন ৬টি উইকেট। অপর একটি তুলে নেন নীতীশ কুমার রেডি। বর্ডার

গাভাসকর ট্রফিতে ভারতের স্কোয়াডে রিজার্ভে রয়েছেন মুকেশ। তার আগে ভারত-এ দলের হয়ে তিনি যেভাবে ঝলে উঠলেন, তাতে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নজরে আরও একবার পড়লেন। ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ শুরু হলে যদি টিম ইন্ডিয়ার মূল স্কোয়াডের কোনও বোলার অসুস্থ হন বা তাঁকে না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে মুকেশের কথা ভাবতে পারে ভারতীয় শিবির।

২০২৬ বিশ্বকাপ নিয়ে বেশি প্রশ্ন শুনতে হয় মেসি

ফ্লোরিডা, ১ নভেম্বরঃ আর্জেন্টিনায় সবচেয়ে বেশি কোন প্রশ্নটির মুখোমুখি হন লিওনেল মেসি? আন্দাজ করতে গিয়ে মাথায় দুটি প্রশ্ন আসতে পারে। প্রথমটি হতে পারে এমন, কবে অবসর নেবেন? দ্বিতীয়টি হয়তো, ২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন? আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির ক্যারিয়ার নিয়ে আপাতত এ দুটি প্রশ্নই সবচেয়ে আলোচিত কিংবা গুরুত্বপূর্ণ। মেসি নিজে জানিয়েছেন, অবসর নয়, ২০২৬ বিশ্বকাপে তাঁর খেলা না-খেলা নিয়ে আর্জেন্টিনায় সবচেয়ে বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ৪৩৬ আগুে ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন ইন্টার মায়ামি তারকা, “আমি জানি না (২০২৬ বিশ্বকাপে খেলব কি না)। অনেক প্রশ্ন হয় এ নিয়ে, বিশেষ করে আর্জেন্টিনায়। আমি এ বছর ভালোভাবে শেষ করতে চাই, এরপর পরের বছরের প্রাক-মরসুম ভালোভাবে শুরু করতে চাই, প্রচুর ভ্রমণের জন্য যেটা গত বছর পারিনি।” মেসি এরপর বলেন, “(প্রাক-মরসুম ভালোভাবে শুরুর পর) আমি কেমন করছি, কেমন অনুভব করছি, সেটা বোঝার চেষ্টা করব। (২০২৬ বিশ্বকাপের) আমরা যেমন কাছাকাছি রয়েছি, তেমন সময়ও হাতে আছে অনেক এবং ফুটবলে যেকোনো কিছুই হতে পারে। প্রতিটি দিন ধরে ধরে এগাছি, এর বাইরে ভাবছি না।” যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ।



যোগ দেন মেসি। ক্লাবটিকে প্রথম শিরোপা জেতালেও ২০২৬ সালে ভুগেছে মায়ামি। ইস্টার্ন কনফারেন্স টেবিলে ১৪তম হয়ে এমএলএসের নিয়মিত মরসুম শেষ করে প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি মায়ামি। তাতে ৩৭ বছর বয়সী মেসির ভালো করার ক্ষুধা আরও বেড়েছে। এ বছর

এমএলএসে সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছে মায়ামি। এমএলএসের এমভিপি (মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার) হওয়ার পাঁচজনের চূড়ান্ত তালিকায় রয়েছে মেসির নাম। এ মরসুমে মাত্র ১৯



ম্যাচেই ২০ গোল করার পাশাপাশি ১৬টি গোলও করিয়েছেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। রেকর্ড ৮ বারের এই ব্র্যান্ড ডি’অর জয়ী জানিয়েছেন, এমএলএস কাপ জয় এখন মায়ামির সবচেয়ে বড় লক্ষ্য, “ক্লাব বড় করতে চাইলে শিরোপা জিততে হবে। এমএলএসে চলছে (২০২৬) একটি বছর পেছনে ফেলে

এসেছে ক্লাব। আমি আসার পর লিগস কাপ জিতেছে, যেটা ক্লাবের প্রথম শিরোপাও। ব্যাপারটা অসাধারণ ছিল। এখন আমরা প্লে-অফ খেলতে মরিয়া এবং আশা করি, এমএলএসও জিততে পারব। ক্লাব ও ব্যক্তিগত জয়গা থেকে আমরা এটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি।” আটলান্টা ইউনাইটেডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ প্লে-অফের প্রথমটিতে ২-১ গোলে জিতেছে মায়ামি। আগামীকাল আটলান্টার মার্সিডিজ বেঞ্জ স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় ম্যাচ। মেসি জানিয়েছেন, এ পর্যায়ে তাঁরা আর ভুল করতে চান না, “আমরা অনেক ভুল করেছি, যেগুলো পরিহার করতে পারি। প্লে-অফে এগুলো হতে পারে না, কারণ, ভুলের কারণে বাদ পড়তে হতে পারে। আমাদের আরও শক্তিশালী হতে হবে এবং সুযোগের সন্ধানবহার করতে হবে। (এমএলএস কাপ জয়) আমরা অন্যতম ফেবোরিট হলেও শক্তিশালী প্রতিপক্ষ আছে। তারা ছাড় দেবে না এবং অন্য দলগুলো আমাদের সম্মান করে যেভাবে আমরা তাদের করি।” মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর নিজের খেলার স্টাইলেও পরিবর্তন এনেছেন মেসি। সেটি এমএলএসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বলেও জানিয়েছেন, “নিজের বয়স ও পরিস্থিতি বিবেচনা করেই আমি খেলার স্টাইল পাচ্ছি। ধীরে ধীরে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছি। নিজেকে পাল্টে লিগের সঙ্গে মানিয়ে নিতে শুরু করেছি, যেটা আমার জন্য নতুন। শুরু থেকেই স্বচ্ছন্দে ছিলাম।”

দিয়ামান্তাকোসের ডাবল, রুদ্ধশ্বাস জয়ে চ্যালেঞ্জ লিগের শেষ আটে ইস্টবেঙ্গল

খিশ্পু, ১ নভেম্বরঃ এই জয়কে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলের ‘অন্ধার প্রাপ্তি’ বলা যেতেই পারে। শুক্রবার (১ নভেম্বর) এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে নেজমা এসসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল এফসি। এই জয়ের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের প্লে-অফ টিকিটও কনকার্স করে ফেলল লাল-হলুদ ব্রিগেড। এই ম্যাচের শুরু থেকেই কার্যত বিধ্বংসী মেজাজে ইস্টবেঙ্গলকে দেখতে পাওয়া যায়। মাত্র ৮ মিনিটের মধ্যেই ১-০ গোলে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ ব্রিগেড। নেজমার আত্মঘাতী গোল ইস্টবেঙ্গলকে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। ১৫ মিনিটে ব্যবধান বাড়ালেন দিয়ামান্তাকোস। ডানদিক থেকে পাস বাড়িয়েছিলেন নাওরেম মহেশ। দিয়ামান্তাকোসের পায়ে বল আসতেই তিনি আর অপেক্ষা করেননি। প্রথম সুযোগেই বিপক্ষের জালে বল জড়িয়ে দেন। তবে লাল-হলুদ সমর্থকদের কপালে এই আনন্দ একেবারে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮ মিনিটে ব্যবধান কমাল নেজমা। আটায়ার বাড়ানো পাস থেকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজের কাজটি করে গেলেন ওপারে। ২৬ মিনিটে মাদিদ তালালের কাছে গোল করার একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল। একেবারে ফাঁকা গোল পেয়েও তিনি সুযোগ

কাজে লাগাতে পারলেন না। প্রথমার্ধের একেবারে শেষবেলায় সমতা ফেরাল নেজমা। ৪২ মিনিটে ডিরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে দলের দ্বিতীয় গোলটি করলেন হুসেন মনজার। নেজমার মিডফিল্ডারের এই গোলাটা সত্যিই প্রশংসনীয়। মনজারের ডান

কাছেও গোল করার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু, নাওরেম মহেশের বাড়ানো পাস থেকে গোল করতে ব্যর্থ হইলেন তিনি। এরপর বেশ খানিকক্ষণ দুটো দলের মধ্যে বল দখলের লড়াই চললেও, কেউ গোলের দরজা খুলতে পারছিল না।



পায়ের বাকানো শট লাল-হলুদ গোলকিপারকে কার্যত নড়তেই দিল না। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেজমার সামনে এসেছিল। ৪৭ মিনিটে নেজমার ফুটবলার ইসমাইলি একটি দুর্দান্ত ক্রস বাড়ান। বলের উচ্চতায় পৌঁছেও গিয়েছিলেন কৌরানি। কিন্তু, অল্পের জন্য তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন। এর ঠিক ২ মিনিট পর নন্দকুমারের

শেষপর্যন্ত ৭৬ মিনিটে সেই দরজা হাট করে খুলে দিলেন লাল-হলুদের ভরসা দিয়ামান্তাকোস। ৩-২ গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এরপর নেজমা বেশ কয়েকটা সুযোগ মিস করলেও আর গোল করতে পারেনি। এই জয় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ইস্টবেঙ্গল এফসি-কে যে অনেকটাই অক্সিজেন দেবে, তা বারার অপেক্ষা রাখে না।